HSC

একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায় ০২ : সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা

এ অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

এ অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

- **বিজ্ঞান**

পরীক্ষা, প্রমাণ, যুক্তি ইত্যাদি দ্বারা নির্ণীত সুশৃঙ্খল জ্ঞানই হচ্ছে বিজ্ঞান। ইংরেজি 'Science' যা ল্যাটিন শব্দ Scientia থেকে এসেছে। যার অর্থ জানা বা শিক্ষা লাভ করা। মূলত সুসংবদ্ধ জ্ঞানই বিজ্ঞান। ভৌত বিশ্বের যা কিছু পর্যবেক্ষণযোগ্য তার সুশৃঙ্খল, নিয়মতান্ত্রিক গবেষণা ও সেই গবেষণালব্ধ জ্ঞান ভান্ডারের নাম বিজ্ঞান।

- **পদ্ধতি**

কোনো কৌশল ব্যবহার করে সে অনুসারে কাজকে সম্পন্ন করাকে পদ্ধতি বলে। পদ্ধতির মাধ্যমে কঠিন কাজও সহজ করে ফেলা সম্ভব। পদ্ধতি শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ Method যা গ্রিক শব্দ Meta এবং Hodos শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ যথাক্রমে with এবং way। অর্থাৎ কোনো কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে যে পন্থার (way) সাহায্য নিতে হয় তা হলো পদ্ধতি।

- **বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি**

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলতে অনুসন্ধান, জ্ঞানার্জন এবং অতীতের জ্ঞান সংশোধন সম্পর্কিত কর্মপদ্ধতিকে বোঝায়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হতে হলে একটি অনুসন্ধানী প্রক্রিয়াকে অবশ্যই পর্যবেক্ষণযোগ্য, অভিজ্ঞতাভিত্তিক এবং নির্ণয়যোগ্য উৎপত্তি নিয়ে কাজ করতে হবে যার ওপর যুক্তি প্রয়োগ করা যাবে। একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্যে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে তথ্য আহরণ ও অনুকল্পের প্রণয়ন-পরীক্ষণ অন্তর্ভুক্ত। সুসংবদ্ধ জ্ঞান প্রতিষ্ঠার জন্য পরিচালিত কিছু সংখ্যক নীতির সমষ্টিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলে।

এ অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

- **পূর্বানুমান বা অনুকল্প**

পূর্বানুমান হচ্ছে প্রমাণ সাপেক্ষ বিষয়, যা কোনো গবেষণার দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। কোনো গবেষক তার গবেষণা কাজে কী কী বিষয় খুঁজে পেতে চান তা বলে দেয় পূর্বানুমান। Hypothesis শব্দটি গ্রিক শব্দ Hypo এবং tiotheomi থেকে এসেছে। Hypo অর্থ নিম্নে এবং tiotheomi অর্থ স্থান। অর্থাৎ পূর্বানুমান হচ্ছে কোনো সমস্যা বা বিষয়ের সঠিক জ্ঞানলাভের পূর্বে কৃত অনুমান বা আন্দাজ।

- **নমুনায়ন**

নমুনায়ন হলো এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমগ্রকের ভেতর থেকে কিছু সংখ্যক একক বেছে নেওয়া হয়। যে পদ্ধতির সাহায্যে নমুনা নির্বাচন করা হয়, সে পদ্ধতিকে বলে নমুনায়ন পদ্ধতি আর নির্বাচিত দলকে বলা হয় নমুনা। সমগ্রক থেকে নমুনা সংগ্রহ করার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকে নমুনায়ন বলে।

এ অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

- **চলক**

যেকোনো গবেষণামূলক কাজের ক্ষেত্রে সংগৃহীত তথ্যের বৈশিষ্ট্যের যে পরিমাপ করা হয়, সে পরিমাপের একককে চলক বলে। চলকের মান পরিবর্তনশীল। নির্দিষ্ট তথ্যসম্পন্ন সংখ্যাকে যদি পরিমাপ করা যায়, সেসব তথ্যকে চলক বলে। যেমন– উচ্চতা, ওজন, ছাত্রসংখ্যা ইত্যাদি। চলক হচ্ছে একটি প্রতীক যার তথ্যের ভিত্তিতে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। চলককে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– গুণবাচক চলক এবং সংখ্যাবাচক চলক। গুণবাচক চলকের উদাহরণ হলো– অনুভূতি, ভালো লাগা, মন্দ লাগা ইত্যাদি। এবং সংখ্যাবাচক চলকের উদাহরণ হলো– ওজন, নম্বর, যেকোনো কিছুর পরিমাপ ইত্যাদি।

- **নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি**

নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে মানবজাতি তত্ত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া সম্ভব। জীবজগতের পরিবর্তন এবং সামাজিক বিবর্তনের ফলে মানবজাতির জীবনে রূপান্তর ঘটে। ফলে মানুষের আচার-আচরণ, রীতিনীতির মধ্যে পরিবর্তন ঘটে। এসব বিষয় গবেষণার জন্য সমাজবিজ্ঞানীগণ নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে সমাজের অতীত ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা করে।

এ অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

- **পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি**

  পর্যবেক্ষণ হচ্ছে কোনো বিষয়বস্তু বা ঘটনাকে অবলম্বন করা। পর্যবেক্ষণ হলো প্রাচীনতম কৌশল এবং সবচেয়ে গবেষণায় ব্যবহৃত একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রাথমিক ও মৌলিক প্রক্রিয়া। পর্যবেক্ষণ শব্দের অর্থ কোনো কিছু বা প্রাকৃতিক ঘটনা খেয়াল করে দেখা।

- **দার্শনিক পদ্ধতি**

  যে পদ্ধতিতে অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে প্রকল্পের অন্তর্নিহিত রূপ সম্পর্কে গবেষক বিচার-বিশ্লেষণ করে তাকে দার্শনিক পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতির সাহায্যে গবেষক তার গবেষণার উদ্দেশ্য ও অর্থ স্পষ্টভাবে বুঝতে সক্ষম হয় অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে।

- **ঐতিহাসিক পদ্ধতি**

  অতীতকালের সামাজিক ঘটনাবলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে বর্তমান সমাজ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভ করার পন্থাকেই সমাজ গবেষণায় ঐতিহাসিক পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতিতে অতীত সমাজের গবেষণা, সামাজিক প্রক্রিয়া, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির ধারাবাহিক বিশ্লেষণ করা হয়।

- **ঘটনা অনুধ্যান বা কেস স্টাডি**

  সমস্যার ভেতর থেকে কোনো একক ঘটনা গভীরভাবে অনুসন্ধান করা হলো ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতি বা কেস স্টাডি। 'Case' হলো কোনো ঘটনা আর Study হলো অনুসন্ধান। কেস স্টাডি বা ঘটনা অনুধ্যান এমন একটি পদ্ধতি যেখানে ব্যক্তি, দল, পরিবার, প্রতিষ্ঠান কিংবা সমষ্টি সম্পর্কে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করা হয় এবং সমস্যা সমাধানের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়।

এ অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

- **তুলনামূলক পদ্ধতি**

  যে গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে এক বা একাধিক ঘটনার বিপরীত করে একটি নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তাদের মধ্যে সাদৃশ্য এবং পার্থক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে ফলাফল বের করা হয় তাকে তুলনামূলক পদ্ধতি বলে। ফলাফলটি থেকে এমন তথ্য পাওয়া উচিত যা সমস্যার সংজ্ঞা বা এটি সম্পর্কে জ্ঞানের উন্নতির দিকে পরিচালিত করে।

- **জরিপ পদ্ধতি**

  জরিপ বলতে কোনো বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহ করাকে বোঝায়। এ পদ্ধতিতে কোনো ভৌগোলিক এলাকার মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থা, ধ্যানধারণা, মনোভাব প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায় ০২ : সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা

টপিক - ০১ বিজ্ঞানের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১ - বিজ্ঞানের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য
টপিক ০২ - বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধারণা ও বৈশিষ্ট্য
টপিক ০৩ - বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির স্তরসমূহ
টপিক ০৪ - সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা
টপিক ০৫ - সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রধান কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

টপিক ০১ - বিজ্ঞানের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বিজ্ঞানের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

বিজ্ঞানের ধারণা

সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা রয়েছে কিনা তা নির্ণয়ের পূর্বে বিজ্ঞান কী তা আমাদের জানা প্রয়োজন। বিজ্ঞান শব্দের আভিধানিক অর্থ বিশেষ জ্ঞান। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Science, যা ল্যাটিন শব্দ 'Scientia' হতে গৃহীত হয়েছে। Scientia শব্দের অর্থ 'জানা' বা 'শিক্ষালাভ করা। সাধারণভাবে বলতে গেলে বিজ্ঞান হচ্ছে, "যেকোনো বিষয় সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান বা বিশেষ উপায়ে অর্জিত জ্ঞান।" অর্থাৎ পরীক্ষা, প্রমাণ, যুক্তি ইত্যাদি দ্বারা নির্ণীত সুশৃঙ্খল জ্ঞানই হচ্ছে বিজ্ঞান। আবার এমনও বলা হয়ে থাকে, সুসংবদ্ধ জ্ঞানই বিজ্ঞান। এছাড়া পর্যবেক্ষণ এবং তথ্য যাচাইয়ের ভিত্তিতে অর্জিত জ্ঞানকেও বিজ্ঞান বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে ।

বিজ্ঞানের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

বিজ্ঞানের সংজ্ঞা

Webster's Third International Dictionary (1968)-তে বিজ্ঞানের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, সুসংবদ্ধ জ্ঞানই বিজ্ঞান। অর্থাৎ সংগৃহীত এবং সমর্থিত জ্ঞান যা সাধারণ সত্য বা সূত্র প্রতিষ্ঠায় সুসংগঠিত হয় সেটাই বিজ্ঞান। The Oxford English Dictionary (1970)-এ বিজ্ঞানের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "গবেষণালব্ধ জ্ঞানই বিজ্ঞান।" একটি বিশেষ অর্থে উক্ত অভিধানে বলা হয়েছে, পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য সুসংঘবদ্ধ শ্রেণিবদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি সাধারণ সূত্র প্রতিষ্ঠায় ব্রতী এমন জ্ঞানই বিজ্ঞান, যা নতুন সত্য আবিষ্কারের জন্য নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে।"

১৯৫০ সালে ইউনেস্কোর (UNESCO) এক আলোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে বিজ্ঞান সম্পর্কে বলা হয়েছে, বিজ্ঞান হলো একটি বিষয় সম্পর্কে সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তা, অভিজ্ঞতা, ভূয়োদর্শন ও গবেষণাপ্রসূত জ্ঞানভাণ্ডার।

দার্শনিক হবস (Hobbes)-এর মতে, "বিজ্ঞান বলতে বোঝায় কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত জ্ঞান।" কার্যকারণ সূত্র বলতে বোঝায় কোনো ঘটনা অকারণে ঘটে না।

কুলসন ও স্টোনের মতে, "বিজ্ঞান হলো সুসংবদ্ধ জ্ঞান।" রবার্ট সান্তের মতে, বিজ্ঞান হলো জ্ঞানের সমাবেশ ও একটি পদ্ধতি।

জে. এফ. কুভিয়ার (J. F. Cuvier) তাঁর 'Sociology' শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন, "The Science is the methods of discovery of the uniformities in the univer through the process of observation and re-observation, the result of which evantually comes to be stated in principle and arranged and organised into the fields of knowledge." (বিজ্ঞান হচ্ছে পর্যবেক্ষণ ও পুনঃপর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত সমগ্র বিশ্বের এককসমূহের অভিন্নতা নির্ধারণের উপায়সমূহ যা তত্ত্ব আকারে প্রকাশিত হয় ও যা জ্ঞানের বিভিন্ন স্তরে অন্তর্ভুক্তি লাভ করে।)

বিজ্ঞানের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছেন, "বিজ্ঞান নামে যে বস্তু বিদ্যমান তা হলো মানুষের জ্ঞাত জিনিসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বস্তুগত জিনিস।"

গিডিংস (Giddings) তাঁর 'Scientific Study of Human Society' শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন "Science is nothing more or less than the getting at facts and trying to understand them and what Science does for us is nothing more or less than helping us to face facts." (বিজ্ঞান সত্য উদ্‌ঘাটন করে আমাদের তা উপলব্ধি করতে শেখায়, যা আমাদের বাস্তবতা (সত্য)-এর সম্মুখীন হতে প্রস্তুত করে।)

আইরিশ সমাজবিজ্ঞানী জে. ডি. বার্নাল তার 'Science in History' গ্রন্থে বিজ্ঞানের কতকগুলো চরিত্র তুলে ধরেছেন। সেগুলো হলো– বিজ্ঞান হলো একটি প্রতিষ্ঠান, এক ধরনের পদ্ধতি, ঐতিহ্যগতভাবে বেড়ে ওঠা জ্ঞান ভান্ডার, উৎপাদনের উন্নতি বিধান ও রক্ষণাবেক্ষণ, মানুষ ও বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে বিশ্বাস এবং মনোভাব নির্ধারণের উৎস।

পরিশেষে বলা যায়, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত যে বিশেষ জ্ঞান মানুষের জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে চলেছে, তাকে আমরা বিজ্ঞান নামে অভিহিত করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বজগতের অজানা রহস্য সম্পর্কিত সুসংবদ্ধ জ্ঞানই হচ্ছে বিজ্ঞান।

বিজ্ঞানের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

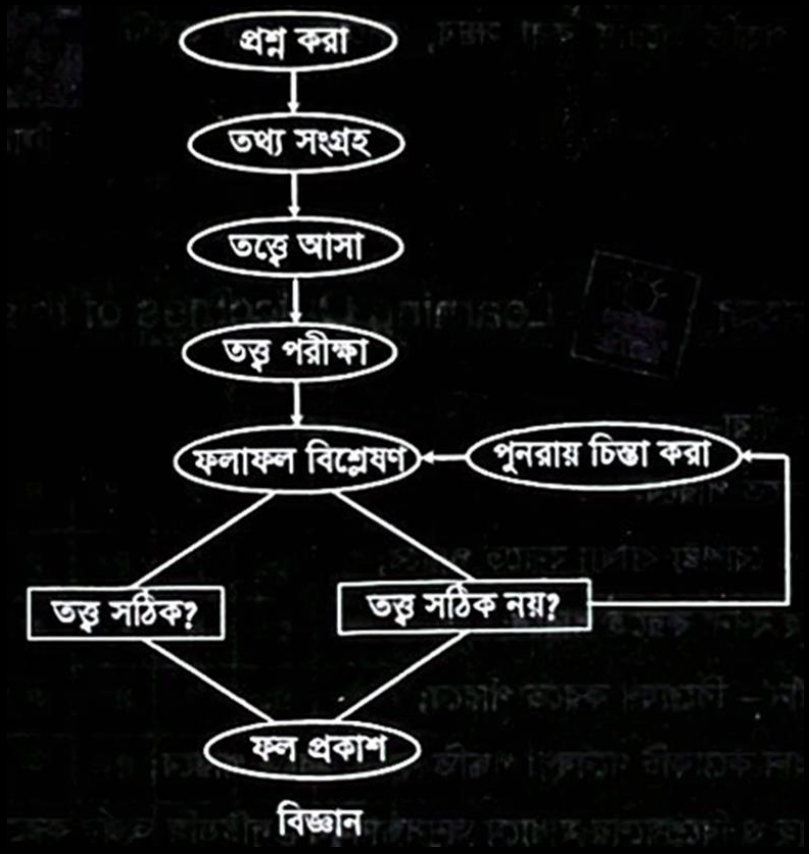

বিজ্ঞানের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য

সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুর্খেইম (Emile Durkheim) তাঁর 'Education and Sociology' গ্রন্থে বিজ্ঞানের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। যথা– (ক) একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য, (খ) শ্রেণিবিভাজনের জন্য পর্যবেক্ষণগত ঘটনার মধ্যে পর্যাপ্ত মিল দরকার এবং (গ) জ্ঞানার্জনের জন্য অনাগ্রহী উদ্দেশ্য।

সাধারণভাবে আমরা বিজ্ঞানের যেসব বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই, তা হলো–

- বিজ্ঞান হলো নিয়মতান্ত্রিক জ্ঞান;
- বিজ্ঞান অভিজ্ঞতালব্ধ ও যুক্তিনির্ভর জ্ঞানের সমষ্টি;
- বিজ্ঞান যাচাইযোগ্য, উদ্দেশ্যমুখী এবং বস্তুনিষ্ঠ;
- বিজ্ঞান সমস্যা মোকাবিলার যৌক্তিক হাতিয়ার;
- সত্য প্রতিষ্ঠায় বিজ্ঞান নির্দিষ্ট বিষয়ের ধারাবাহিক ও সুশৃঙ্খল বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া;
- বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিকের একটি নিজস্ব প্রতিষ্ঠান;
- বিজ্ঞানের লক্ষ্য হলো– ব্যাখ্যা, বর্ণনা, পূর্বানুমান ও নিয়ন্ত্রণ;
- বিজ্ঞান অবরোহ-আরোহভিত্তিক জ্ঞান;
- বিজ্ঞান তথ্যের ওপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত হয়;
- বিজ্ঞান একটি অনুধাবন ও সারল্য জ্ঞান;
- বিজ্ঞান কার্যকারণ সম্পর্কের ফলাফলের সমষ্টি;
- বিজ্ঞানের চূড়ান্ত লক্ষ্য সর্বাধিক মানবকল্যাণ সাধন।

বিজ্ঞানের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

বিজ্ঞানের শ্রেণিবিভাগ

সাধারণভাবে বিজ্ঞানকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– ১. প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও ২. সামাজিক বিজ্ঞান।

১. **প্রাকৃতিক বিজ্ঞান :** প্রকৃতির ভৌত বৈশিষ্ট্যসমূহের পাঠকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলা হয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান মূলত প্রকৃতির গতিধারার বর্ণনা ভবিষ্যদ্বাণী এবং ব্যাখ্যার জন্য গবেষণামূলক প্রমাণ নিয়ে কাজ করে। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এ সকল গবেষণামূলক প্রমাণ প্রস্তুত করা হয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা– জীববিজ্ঞান ও ভৌতবিজ্ঞান।

(ক) জীববিজ্ঞান : জীববিজ্ঞান হলো প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একটি শাখা যেখানে জীব ও জীবনসংক্রান্ত গবেষণা করা হয়। যেমন– প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান।

(খ) ভৌতবিজ্ঞান : প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের যে শাখায় বিভিন্ন তত্ত্বীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে ভৌত বিজ্ঞান বলা হয়। যেমন– পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান।

বিজ্ঞানের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

২. **সামাজিক বিজ্ঞান :** মানবসমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত অধ্যয়ন হচ্ছে সামাজিক বিজ্ঞান। এটি মূলত পর্যবেক্ষণমূলক বিজ্ঞান। সামাজিক বিজ্ঞান হলো বিজ্ঞানের এমন একটি শাখা যা সমাজ এবং সমাজস্থ একক ব্যক্তিকে নিয়ে গবেষণা করে। সামাজিক বিজ্ঞানের শাখা বেশ প্রসারিত। এদের মধ্যে নৃবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, যোগাযোগ বিদ্যা, অর্থনীতি, ইতিহাস, মানবীয় ভূগোল, আইন, ভাষাবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, জনস্বাস্থ্য এবং সমাজবিজ্ঞান উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও সামজিক বিজ্ঞানের আরও কিছু শাখা রয়েছে।

এছাড়া বিজ্ঞানের শ্রেণিবিভাগে আরও এক প্রকার বিজ্ঞান রয়েছে তা হলো সাধারণ বিজ্ঞান।

৩. **সাধারণ বিজ্ঞান :** বিজ্ঞানের যে শাখায় বিজ্ঞানের আদি মৌলিক বিষয় যেমন যুক্তি, গণিত ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে সাধারণ বিজ্ঞান বলে। সাধারণ বিজ্ঞানের শাখাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো– যুক্তি, গণিত, কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং পরিসংখ্যান।

'Science' শব্দটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে?

বোর্ড প্রশ্ন

ক গ্রিক ভাষা

✓ ল্যাটিন ভাষা

গ ইংরেজি ভাষা

ঘ ফারসি ভাষা

বোর্ড প্রশ্ন

কোন ল্যাটিন শব্দ হতে Science শব্দের উৎপত্তি হয়েছে?

- ✓ Scientia
- খ Socity
- গ Socio
- ঘ Social

বিজ্ঞান' শব্দের অর্থ কী?

বোর্ড প্রশ্ন

ক সাধারণ জ্ঞান

খ অসাধারণ জ্ঞান

✓ বিশেষ জ্ঞান

ঘ প্রযুক্তিগত জ্ঞান

বিজ্ঞান হলো সুসংবদ্ধ জ্ঞান' এ অভিমত হলো সমাজবিজ্ঞানী—

বোর্ড প্রশ্ন

ক রবার্ট সান্ডের

খ জে. এ. হগ-এর

✓ কুলসন ও স্টোনের

ঘ বি. এফ. এন্ডারসন-এর

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্বরূপ কেমন ?

বোর্ড প্রশ্ন

ক বিমূর্ত

✓ পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা বোধগম্য

গ অবাস্তব

ঘ নিরাকার

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

প্রশ্ন ১। বিজ্ঞান শব্দের আভিধানিক অর্থ কী?

উত্তর : বিজ্ঞান শব্দের আভিধানিক অর্থ বিশেষ জ্ঞান।

প্রশ্ন ২। 'Scientia' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : 'Scientia' শব্দের অর্থ ‘জানা’ বা ‘শিক্ষালাভ করা’।

প্রশ্ন ৩। বিজ্ঞানের ভিত্তি কি?

উত্তর: সুশৃঙ্খল অধ্যয়ন বা গবেষণা।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

প্রশ্ন ২। 'বিজ্ঞান নিরপেক্ষ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : বিজ্ঞান বলতে কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তা, অভিজ্ঞতা এবং গবেষণাপ্রসূত জ্ঞানভাণ্ডারকে বোঝায়। মানুষের সত্য অনুসন্ধানে যেসব সমস্যা রয়েছে সেক্ষেত্রে বিজ্ঞান একটা বিশেষ সমাধান। বিজ্ঞানই সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণ করে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞান কোনোরকম পক্ষপাত করে না। বরং যুক্তিনির্ভর এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের বিচার-বিশ্লেষণ করে। তাই বলা যায়, বিজ্ঞান নিরপেক্ষ।

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায় ০২ : সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা

বিজ্ঞানের পদ্ধতির ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

টপিক - ০২

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১ - বিজ্ঞানের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য
টপিক ০২ - বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধারণা ও বৈশিষ্ট্য
টপিক ০৩ - বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির স্তরসমূহ
টপিক ০৪ - সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা
টপিক ০৫ - সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রধান কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

টপিক ০২ - বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

আধুনিক সমাজবিজ্ঞান সমাজ গবেষণায় বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। সাধারণত যে সুনির্দিষ্ট ও নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে মানুষ জ্ঞান বর্ধন ও পরিমার্জনে কর্মকাণ্ড চালিত করে তাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলে। অর্থাৎ বিজ্ঞানী যে নিয়মনীতি অবলম্বন করে কাজ করেন তা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই হচ্ছে বিজ্ঞানের অস্তিত্ব ও চালিকাশক্তি।

বিজ্ঞানী যে যৌক্তিক পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক বা সামাজিক বিষয়াবলি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তথ্যরাজির ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ করা হয় তাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিজ্ঞানী মূলত প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিষয়কে যৌক্তিক ও সুনির্দিষ্টভাবে বিশ্লেষণ করে থাকেন। বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্দিষ্ট বিষয় বা অবস্থাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে থাকেন। বর্ণনা বা বিশ্লেষণের সময় বিষয়টির রূপ ও অবস্থানগত বিবৃতিও প্রদান করা হয়। পক্ষান্তরে, বিষয়টির পারিপার্শ্বিকতা ও পরস্পরের কার্যকারণ সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয় ব্যাখ্যাকরণের মাধ্যমে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ক্রিয়াগত দিকগুলো তুলে ধরে **বি. এফ. এভারসন** বলেন, "The scientific method is here defined as the following set of rules for describing and explaining phenomena : operational definition, generalisation, controlled observation, repeated observation, confirmation and consistency." (বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে ঘটনার বর্ণনা ও ব্যাখ্যাদানের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিধিমালা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়– কার্যোপযোগী সংজ্ঞায়ন, সার্বিকীকরণ, নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ, পুনঃপুন পর্যবেক্ষণ, নিশ্চিতকরণ এবং সংগতি বিধান)।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির স্বরূপ নির্দিষ্টকরণ সমালোচনা করে **ওয়ালিস** এবং **রবার্টস** বলেন, "একদিক থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অলীক। কারণ এখানে কোনো আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া নেই, যা একজন বিজ্ঞানীকে বলতে পারে যে কীভাবে শুরু করতে হবে, এরপর কী করতে হবে অথবা কী সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে।"

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

অধ্যাপক জে. এ. হুগস (Prof. J. A. Hughes)-এর সংজ্ঞাটি উল্লেখযোগ্য। কারণ তিনি বৈজ্ঞানিক নীতিমালা অনুসরণে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে, "বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হলো এমন একটি পদ্ধতি, যেখানে পৃথক বা স্বতন্ত্র নিয়মের পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করে দক্ষতাসহকারে উপাত্ত বা জ্ঞান অর্জন করা হয়।"

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সংজ্ঞায় জি. এ. ল্যান্ডবার্গ (G. A. Lundberg) বলেন, "বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হলো তথ্যরাজির এক ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ ও শ্রেণিকরণ।"

অতএব উল্লিখিত সংজ্ঞাসমূহের আলোকে বলা যায়, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হলো এমন একটি যুক্তিভিত্তিক ও অনুসন্ধানমূলক প্রক্রিয়া, যা সমস্যা চিহ্নিত করে, সমাধানের পদ্ধতি নির্দেশ করে এবং একই অবস্থায় বিজ্ঞানীদের দ্বারা সম্পাদিত হলে একই ফলাফল প্রদানের ক্ষমতা রাখে। সহজ কথায়, দক্ষতার সাথে সঠিক উপাত্ত সংগ্রহ, জ্ঞান অর্জন, পদ্ধতিগত যৌক্তিক শিক্ষা বা পাঠের জন্য আমরা যে পদ্ধতি ব্যবহার করি, তাই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিভিন্ন সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে এর নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করা যায়–

ছক : বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

১. **বস্তুনিষ্ঠতা :** বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি বস্তুনিষ্ঠ (It is objective)। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সত্যের অনুসন্ধান করে এবং বাস্তবতার নিরিখে বিভিন্ন প্রপঞ্চকে মূল্যায়ন করে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা যে বাস্তব জগতে বাস করি সে জগতের বাস্তব অবস্থা যেমন আছে, তাকে ঠিক তেমনিভাবে অনুসন্ধান করে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করা।

২. **নিয়মতান্ত্রিকতা :** বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো এটি নিয়মতান্ত্রিক (It is systematic)। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধারণা অনুযায়ী মনে করা হয়, বিশ্বের সবকিছুই নিয়মনীতি মেনে চলে এবং ঘটনাপ্রবাহও একটি সুনির্দিষ্ট ছাঁচ বা নিয়ম মেনে চলে। মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্যপ্রণালিও একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে এবং এ কার্যপ্রণালির মধ্যে সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায়।

৩. **অভিজ্ঞতাভিত্তিক :** জ্ঞানের সঠিক উৎস হচ্ছে অভিজ্ঞতা এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে এ অভিজ্ঞতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হবে অভিজ্ঞতাভিত্তিক (It is empirical)। কোনো বিষয়ের সত্যতা প্রমাণিত না হলে তা বর্জিত হবে। কারণ এটি প্রচলিত সত্যকে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে থাকে।

৪. **নিরপেক্ষতা :** বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটি নিরপেক্ষ (It is neutral)। যেহেতু এ পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হলো সুসংবদ্ধ জ্ঞান আহরণ, সেহেতু এরূপ অনুসন্ধানকে সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন হতে হয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কোনো বিষয় বা ঘটনাকে ভালোমন্দ, সঠিক-বেঠিক, সত্য-মিথ্যা, গ্রহণীয়-বর্জনীয় ইত্যাদি বিভিন্নভাবে অনুসন্ধান করে না।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

৫. যাচাইযোগ্যতা : বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো পদ্ধতিটি যাচাইযোগ্য (It is verifiable) হতে হবে। অর্থাৎ একই পদ্ধতি বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা একই ধরনের গবেষণায় পুনঃপুন ব্যবহৃত হয়ে যদি একই ধরনের ফলাফল পাওয়া যায়, তবে সে পদ্ধতি অবশ্যই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মর্যাদা লাভ করবে।

৬. সম্পর্কযুক্ততা : বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো পদ্ধতিটিকে তত্ত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত (It is related to theory) হতে হবে। গবেষণা নতুন তত্ত্বের আবিষ্কার করে, নতুন তত্ত্বের পূর্বানুমান গঠন করে এবং তত্ত্বের পুনর্গঠন করে। তত্ত্ব ও গবেষণা একে অন্যের পরিপূরক এবং পরস্পর নির্ভরশীল। অতএব গবেষণার সাহায্য ছাড়া তত্ত্ব টিকে থাকতে পারে না।

৭. সাধারণীকরণ : সাধারণীকরণ (Generalization) হচ্ছে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রধান নির্ধারক। কোনো একটি বিষয়কে বিজ্ঞান পদবাচ্য হতে হলে বিষয়টির সাধারণীকরণ থাকা অপরিহার্য। কারণ কোনো তত্ত্বের Generalization করা হলে, এটি ভবিষ্যতে অনুসন্ধানের নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে।

৮. ভবিষ্যদ্বাণী : বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে ভবিষ্যদ্বাণী প্রদানে সক্ষম (It should be able to predict) হতে হয়। কারণ ভবিষ্যদ্বাণী বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কোনো বিষয়ে ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে তা নির্ভুলভাবে ব্যাখ্যা প্রদানে সক্ষম।

পরিশেষে বলা যায়, তথ্যরাজির ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ ও শ্রেণিকরণ হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (Scientific Method)। কাজেই উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যাবলির আলোকে যেকোনো অনুসন্ধান পদ্ধতিকেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। বর্তমানে সমাজবিজ্ঞান গবেষণায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ন্যায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে নতুন তত্ত্ব বিনির্মাণের প্রয়াস ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

টপিক- MCQ

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

বোর্ড প্রশ্ন

ক কৃত্রিম

খ অকৃত্রিম

✓ বস্তুনিষ্ঠ

ঘ অবাস্তবসূত্র

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মুখ্য উদ্দেশ্য কী ?

বোর্ড প্রশ্ন

ক সত্য বিশ্লেষণ

খ সত্য সমীকরণ

✓ সত্য উদ্ঘাটন

ঘ সত্য অনুসন্ধান

প্রশ্ন ৭। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?
উত্তর : বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি বস্তুনিষ্ঠতা।
প্রশ্ন ৮। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মুখ্য উদ্দেশ্য কী?
উত্তর : বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মুখ্য উদ্দেশ্য হলো জগতের বাস্তব অবস্থা অনুসন্ধান করে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করা।
প্রশ্ন ৯। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য কী?
উত্তর : বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হলো সুসংবদ্ধ জ্ঞান আহরণ।
প্রশ্ন ১০। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রধান নির্ধারক কোনটি?
উত্তর : বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রধান নির্ধারক হচ্ছে সাধারণীকরণ।

প্রশ্ন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলতে কী বোঝ ?

উত্তর : সাধারণত বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধানের সিদ্ধ উপায়কে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলা হয়। বিজ্ঞানী যে যৌক্তিক পদ্ধতিতে সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিষয়াবলি বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সাধারণ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন তাকেই সাধারণ কথায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলে। জ্ঞান আহরণের উপায় হিসেবে যখন বিজ্ঞানকে বিবেচনায় আনা হয় তখন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি শব্দটি ব্যবহার করা হয়। তবে প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি একটি প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যাবলি ও বৈশিষ্ট্যাবলির সাথে বিজ্ঞানীর কাজ যতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সেটিই পদ্ধতি হিসেবে বিজ্ঞানের যথার্থতা নিরূপণ করে ।

সৃজনশীল

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায় ০২ : সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির স্তরসমূহ

টপিক - ০৩

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১ - বিজ্ঞানের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য
টপিক ০২ - বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধারণা ও বৈশিষ্ট্য
টপিক ০৩ - বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির স্তরসমূহ
টপিক ০৪ - সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা
টপিক ০৫ - সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রধান কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

টপিক ০৩ - বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির স্তরসমূহ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির স্তরসমূহ

উদ্ভাবিত ও প্রয়োগকৃত পদ্ধতির ওপর যেকোনো বিজ্ঞানের অস্তিত্ব নির্ভর করে। যৌক্তিক ও যথার্থ পদ্ধতি উদ্ভাবন, প্রয়োগ এবং বাস্তবায়নে সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে বলেই আজ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের বিষয়গুলো বৈজ্ঞানিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। অন্যদিকে, সামাজিক বিজ্ঞানসমূহ এদের বিভিন্ন আলোচনা, পর্যালোচনা ও তত্ত্ব গঠনের ক্ষেত্রে বেশকিছু পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে, যা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পরিবর্তে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি হিসেবে অভিহিত করা অধিক যুক্তিসংগত।

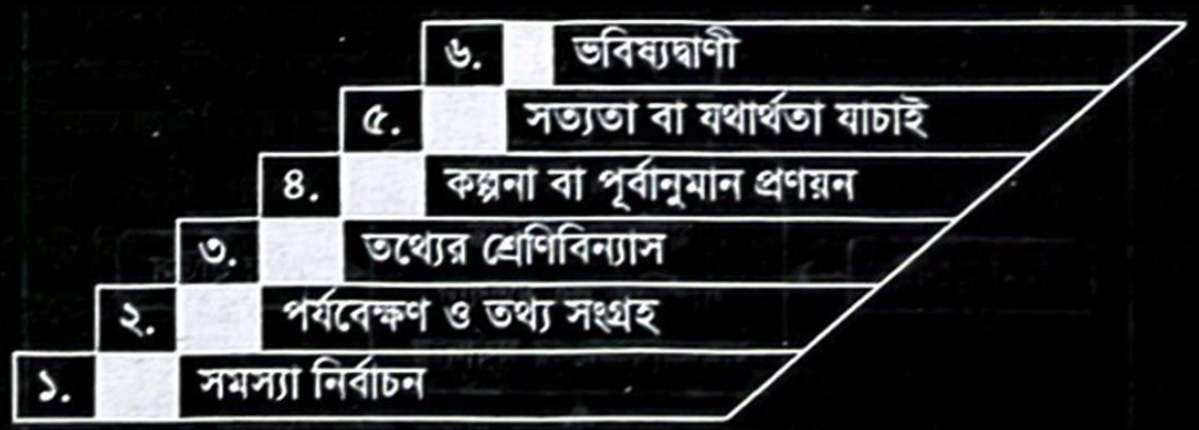

ছক : বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির স্তরসমূহ

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির স্তরসমূহ

সমাজ গবেষণার ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞান যে বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করে তার কয়েকটি প্রধান পর্যায় বা স্তর রয়েছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্তরসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হলো–

১. **সমস্যা নির্বাচন বা সংজ্ঞায়ন :** বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রথম স্তর হলো সমস্যা নির্বাচন (Selecting Problem)। এ পর্যায়ে গবেষক সমাজবিজ্ঞানের আওতায় পড়ে এমন কোনো একটি বিষয়কে গবেষণার জন্য নির্বাচন করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধকরণে শিক্ষার্থীদের মনোভাব' হচ্ছে গবেষণার বিষয়।

২. **পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহ :** সমাজ গবেষণায় দ্বিতীয় স্তরে সমাজ গবেষকের কাজ হচ্ছে গবেষণার বিষয়টি নিবিড়ভাবে দেখা এবং সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা (Observation and Collection of Data)। প্রদত্ত উদাহরণ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে ছাত্র রাজনীতির প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অবলোকন করা এবং সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি সংগ্রহ করা। গবেষকের পক্ষে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমগ্র শিক্ষার্থীর নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব না হয়, তাহলে তিনি এমন কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন করবেন যেগুলো মূলত প্রতিনিধিত্বশীল (Representative) বিশ্ববিদ্যালয়। এক্ষেত্রে গবেষক বেশ কয়েকটি নমুনা বিশ্ববিদ্যালয় (Sample University) নির্বাচন করে সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করবেন। তিনি তথ্য সংগ্রহের জন্য মাঠকর্মীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাবেন এবং নিজেও যাবেন। শিক্ষার্থীদের শ্রেণি ও ছাত্রছাত্রীভেদে নানা ধরনের শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চালাবেন। তথ্য সংগ্রহকারীকে এক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে খেয়াল রাখতে হবে, তথ্য যেন নির্ভুল হয় এবং পক্ষপাত দোষে দুষ্ট না হয়।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির স্তরসমূহ

৩. **তথ্যের শ্রেণিবিন্যাস :** গবেষণার তৃতীয় স্তরে গবেষক সংগৃহীত তথ্যাবলিকে একটি বিশেষ নিয়মে সাজাবেন বা তথ্যের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Data) করবেন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের মতামত (যেমন– ইতিবাচক বা নেতিবাচক) সারণির সাহায্যে বিভিন্ন কলামভুক্ত করা যেতে পারে। এতে বয়স, লিঙ্গ, আর্থিক মর্যাদা ইত্যাদিভেদে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক মনোভাবসংক্রান্ত তথ্যাবলি সুশৃঙ্খলভাবে সারণিতে এক একটি বিশেষ কলামে সাজাতে হবে।

৪. **কল্পনা বা পূর্বানুমান প্রণয়ন :** গবেষণার চতুর্থ স্তরে কল্পনা প্রণয়নের (Making a Hypothesis) কাজটি করতে হয়। এ স্তরে এসে কাজটি গবেষণার করার একটি সুবিধা হলো এই যে, সারণিবদ্ধ তথ্যের আলোকে একটি অধিকতর যুক্তিভিত্তিক এবং তথ্যাশ্রয়ী বিবৃতি বা কল্পনা প্রণয়ন সম্ভব। তবে কল্পনা প্রণয়নের কাজটি আরও অনেক পূর্বেই করা যেতে পারে। মূলত গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচনের পরই পর্যবেক্ষণ বা তথ্য সংগ্রহ করার পূর্বেই কল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব। অনেক গবেষক সেভাবেই কল্পনা প্রণয়ন করেন। এটি সম্ভব হয় গবেষকের ব্যক্তিগত ধারণা, প্রজ্ঞা ও আন্দাজ জ্ঞানের কারণে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির স্তরসমূহ

৫. **সত্যতা বা যথার্থতা বা অনুসিদ্ধান্ত যাচাই :** গবেষণার পঞ্চম পর্যায়ের কাজটি হচ্ছে সত্যতা বা যথার্থতা যাচাই (Verification)। প্রাপ্ত তথ্যাবলিকে সারণিবদ্ধ করার পর যে কল্পনা বা কল্পনাসমূহ প্রণয়ন করা হয় তা প্রাপ্ত তথ্যাবলি দ্বারা সমর্থিত হচ্ছে কিনা সেটি যাচাই করে দেখা প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, যেসব এলাকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, তা বাদে অন্যান্য এলাকা থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করে অথবা ওইসব এলাকায় সংক্ষিপ্ত জরিপ চালিয়ে ইতোমধ্যে প্রণীত কল্পনাসমূহের যথার্থতা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। এ পর্যায়ে প্রধান কাজ হলো কল্পনা বা বিবৃতি বাস্তব ঘটনার সঙ্গে কতটা সম্পর্কযুক্ত বা সংগতিপূর্ণ তা যাচাই করে দেখা। এ যাচাই-বাছাইয়ের কাজে গৃহীত বিবৃতি বা কল্পনা পুরাপুরি সমর্থিত হতে পারে অথবা নতুন একটি সাধারণ বক্তব্য বা সূত্র প্রণয়ন করা যেতে পারে। সাধারণ সূত্র প্রণয়নের কাজটি সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় সাধারণীকরণ (Generalization) নামে পরিচিত।

৬. **ভবিষ্যদ্বাণী :** সামাজিক গবেষণার শেষ ধাপটি হচ্ছে ভবিষ্যদ্বাণী (Prediction)। অর্থাৎ কল্পনাটি যদি তথ্য দ্বারা সমর্থিত হয় অথবা সাধারণীকরণ (Generalization) সম্ভব হয়, তাহলে ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে। যেমন– বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধকরণে শিক্ষার্থীদের মনোভাব ইতিবাচক সাড়া দান করবে। মূলত এটি একটি সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার উপরিউক্ত প্রকৃতি বিজ্ঞানভিত্তিক এবং এভাবে বিশেষ বিশেষ ঘটনা জরিপ ও বিশ্লেষণ করে সাধারণ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব। অতএব এসব তত্ত্ব তথ্যনির্ভর এবং পরবর্তীতে তা বাস্তবধর্মী তথা বিজ্ঞানধর্মী হয়ে থাকে। তথ্যনির্ভর তত্ত্ব ছাড়া আরেক ধরনের তত্ত্ব আছে যাকে বলা হয় কল্পনাশ্রয়ী তত্ত্ব (Speculative theory)। এ ধরনের তত্ত্ব বা কল্পনা তথ্য দ্বারা সমর্থিত হলেই তা হয় তথ্যনির্ভর তত্ত্ব (Theory based on facts)।

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান মনে করেন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণার ক্ষেত্রে কী (what) করছি, কেন (why) করছি, কীভাবে (how) করছি, কতটুক (to what extent or limitation) করছি, কাজটি করে কী পাচ্ছি (what we are getting as research finding) ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা আবশ্যক।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির স্তরসমূহ

সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার উপরিউক্ত প্রকৃতি বিজ্ঞানভিত্তিক এবং এভাবে বিশেষ বিশেষ ঘটনা জরিপ ও বিশ্লেষণ করে সাধারণ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব। অতএব এসব তত্ত্ব তথ্যনির্ভর এবং পরবর্তীতে তা বাস্তবধর্মী তথা বিজ্ঞানধর্মী হয়ে থাকে। তথ্যনির্ভর তত্ত্ব ছাড়া আরেক ধরনের তত্ত্ব আছে যাকে বলা হয় কল্পনাশ্রয়ী তত্ত্ব (Speculative theory)। এ ধরনের তত্ত্ব বা কল্পনা তথ্য দ্বারা সমর্থিত হলেই তা হয় তথ্যনির্ভর তত্ত্ব (Theory based on facts)।

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান মনে করেন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণার ক্ষেত্রে কী (what) করছি, কেন (why) করছি, কীভাবে (how) করছি, কতটুক (to what extent or limitation) করছি, কাজটি করে কী পাচ্ছি (what we are getting as research finding) ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা আবশ্যক।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রথম ধাপ কোনটি?

বোর্ড প্রশ্ন

ক উপাত্ত সংগ্রহ

✓ সমস্যা নির্বাচন

গ যথার্থতা যাচাই

ঘ উপাত্তের শ্রেণিবিন্যাস

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রথম ধাপ নয় কোনটি?

বোর্ড প্রশ্ন

ক সমস্যা নির্বাচন

খ অনুসিদ্ধান্ত যাচাই

✓ সুশৃঙ্খল অধ্যয়ন

ঘ সমস্যার সংজ্ঞায়ন

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

প্রশ্ন ১৪। সমাজ গবেষণার দ্বিতীয় স্তর কোনটি?
উত্তর : সমাজ গবেষণার দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহ।

প্রশ্ন ১৫। সমাজ গবেষণার দ্বিতীয় স্তরে সমাজ গবেষকের কাজ কী?
উত্তর : সমাজ গবেষণার দ্বিতীয় স্তরে সমাজ গবেষকের কাজ হচ্ছে গবেষণার বিষয়টি নিবিড়ভাবে দেখা এবং সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।

প্রশ্ন ১৬। গবেষণার তৃতীয় স্তরে কী করা হয়?
উত্তর : গবেষণার তৃতীয় স্তরে গবেষকের সংগৃহীত তথ্যাবলিকে একটি বিশেষ নিয়মে সাজানো হয় বা তথ্যের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়।

প্রশ্ন ১৭। গবেষণার চতুর্থ স্তরে কোন কাজটি করা হয়?
উত্তর : গবেষণার চতুর্থ স্তরে কল্পনা প্রণয়নের কাজটি করতে হয়।

প্রশ্ন ১৮। সামাজিক গবেষণার শেষ ধাপ কোনটি?
উত্তর : সামাজিক গবেষণার শেষ ধাপটি হচ্ছে ভবিষ্যদ্বাণী।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

প্রশ্ন ৫। সামাজিক গবেষণার পঞ্চম স্তরটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : গবেষণার পঞ্চম পর্যায়ের কাজটি হচ্ছে সত্যতা বা যথার্থতা বা অনুসিদ্ধান্ত যাচাই। প্রাপ্ত তথ্যাবলিকে সারণিবদ্ধ করার পর যে কল্পনা বা কল্পনাসমূহ প্রণয়ন করা হয় তা প্রাপ্ত তথ্যাবলি দ্বারা সমর্থিত হচ্ছে কি না সেটা যাচাই করে দেখা প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, যেসব এলাকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তা বাদে অন্যান্য এলাকা থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করে অথবা ঐসব এলাকায় সংক্ষিপ্ত জরিপ চালিয়ে ইতিমধ্যে প্রণীত কল্পনাসমূহের যথার্থতা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে । এ পর্যায়ে প্রধান কাজ হলো কল্পনা বা বিবৃতি বাস্তব ঘটনার সঙ্গে কতটা সম্পর্কযুক্ত বা সংগতিপূর্ণ তা করে দেখা ।

সৃজনশীল প্রশ্ন

মামুনের গবেষণার বিষয় ছিল হোগলা বন্দরের মানুষের বর্তমান পেশা ও আয় এবং একশত বছর পূর্বের ওই এলাকার মানুষের পেশা ও আয়ের মধ্যকার তুলনা করা। এ গবেষণার জন্য সে প্রথম ওই এলাকার সমাজ কাঠামো সংক্রান্ত গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, সরকারি দলিল- দস্তাবেজ ইত্যাদি প্রদত্ত তথ্য থেকে গত একশত বছর পূর্বের ওই এলাকার মানুষের পেশার ধরন ও আয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে । পরবর্তীতে বর্তমান ও অতীত অবস্থার তুলনা করার মধ্য দিয়ে তার গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করে ।

ক. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রথম স্তর কোনটি ?

খ. পদ্ধতি ও কৌশলের মধ্যে পার্থক্য কী? বুঝিয়ে বল ।

গ. উদ্দীপকে মামুন তার গবেষণীয় প্রথম ও প্রধান যে পদ্ধতিটি ব্যবহার করে, তার ব্যাখ্যা কর ।

ঘ. "সমাজবিজ্ঞান গবেষণায় সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে একাধিক পদ্ধতির ব্যবহার যুক্তিযুক্ত।"- বিশ্লেষণ কর ।

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায় ০২ : সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা

টপিক - ০৪ সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা

HSC

একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায় ০২ : সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা

সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা

টপিক - ০৪

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১ - বিজ্ঞানের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য
টপিক ০২ - বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধারণা ও বৈশিষ্ট্য
টপিক ০৩ - বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির স্তরসমূহ
টপিক ০৪ - সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা
টপিক ০৫ - সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রধান কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

টপিক ০৪ - সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা

সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার উপরিউক্ত প্রকৃতি বিজ্ঞানভিত্তিক এবং এভাবে বিশেষ বিশেষ ঘটনা জরিপ ও বিশ্লেষণ করে সাধারণ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব। অতএব এসব তত্ত্ব তথ্যনির্ভর এবং পরবর্তীতে তা বাস্তবধর্মী তথা বিজ্ঞানধর্মী হয়ে থাকে। তথ্যনির্ভর তত্ত্ব ছাড়া আরেক ধরনের তত্ত্ব আছে যাকে বলা হয় কল্পনাশ্রয়ী তত্ত্ব (Speculative theory)। এ ধরনের তত্ত্ব বা কল্পনা তথ্য দ্বারা সমর্থিত হলেই তা হয় তথ্যনির্ভর তত্ত্ব (Theory based on facts)।

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান মনে করেন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণার ক্ষেত্রে কী (what) করছি, কেন (why) করছি, কীভাবে (how) করছি, কতটুক (to what extent or limitation) করছি, কাজটি করে কী পাচ্ছি (what we are getting as research finding) ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা আবশ্যক।

সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা

একটি প্রগতিশীল বিজ্ঞান হিসেবে সমাজবিজ্ঞান সমাজের বিভিন্ন দিক ও সমাজজীবনের যাবতীয় ঘটনাবলি সম্পর্কে পঠন-পাঠন ও গবেষণা করে। মূলত সমাজবিজ্ঞান সমগ্র সমাজজীবন সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়াস চালায়। কেননা একমাত্র সমাজবিজ্ঞানই এ বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। তাই ফরাসি দার্শনিক অগাস্ট কোঁৎ (Auguste Comte) সমাজবিজ্ঞানকে 'বিজ্ঞানের রানি' (Queen of Science) হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। হবহাউস (Hobhouse) সমাজবিজ্ঞানকে মানুষের সমগ্র সমাজজীবনের বিজ্ঞান বলে ঘোষণা করেন। সমাজবিজ্ঞান বলতে তিনি নতুন আর একটি বিশেষীকৃত কোনো বিজ্ঞানকে বোঝাতে চাননি। তিনি বলতে চেয়েছিলেন, সমাজবিজ্ঞান অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে সমাজের বিজ্ঞান হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে। এমিল ডুর্খেইম (Emile Durkheim) সমাজবিজ্ঞানকে যথার্থ বিজ্ঞান হিসেবে গণ্য করেছেন। তবে তিনি বিবর্তন প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী বলেই সমাজবিজ্ঞানকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত করার পক্ষপাতী। কিন্তু ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) একে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত না করে ইতিহাস ও অন্যান্য সমাজ পর্যালোচনামূলক বিষয়ের সঙ্গে একাসীন রাখতে চান।

সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা

সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা

নিচের আলোচনার মাধ্যমে আমরা সমাজবিজ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার প্রয়াস চালাব।

১. মূলত সমাজবিজ্ঞান বিজ্ঞান হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত। সমাজবিজ্ঞানের জনক অগাস্ট কোঁৎ (Auguste Comte) সমাজের নানাবিধ বিশৃঙ্খলা এবং অসংগতি থেকে উত্তরণ ও সমাজের বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়নের লক্ষ্যে যখন সমাজবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করেন তখন থেকেই কিছু সমালোচনা সত্ত্বেও এটি বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত।

২. প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পূর্বশর্তের ভিত্তিতে সমাজবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসেবে অভিহিত করা যায়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পাঁচটি স্বতঃসিদ্ধ বা পূর্বশর্ত (Pre-conditions) রয়েছে। পূর্বশর্তগুলো হলো-

ক. প্রকৃতি বাস্তবতা (Reality of nature);

খ. সুশৃঙ্খল প্রকৃতি (Well disciplined nature);

গ. সহজ-সরল, স্বাভাবিক মূলনীতি (Easy, simple, normal principle):

ঘ. কার্যকারণের মূলতত্ত্ব (Basic theory of causality) ও

ঙ. প্রকৃতি-ঐক্যের মূলতত্ত্ব (Basic theory of uniformity of nature) ।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ন্যায় উপরিউক্ত পূর্বশর্তগুলো সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও নির্ভেজাল সত্যরূপে প্রমাণিত। সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে সমাজ, যা একটি বাস্তব প্রতিষ্ঠান। সমাজে রয়েছে নিয়মশৃঙ্খলা। সমাজের মূলনীতি ও তত্ত্বের সারল্য ও স্বাভাবিকতা যেমন রয়েছে, তেমনি এখানে কার্যকারণ সম্পর্কের মূলতত্ত্ব এবং সামাজিক ঐক্যের মূলনীতির বিষয়টিও অনস্বীকার্য। অর্থাৎ সমাজও এখানে প্রকৃতির একটা অংশ এবং প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ও পূর্বশর্তের অধিকারী।

সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা

বিজ্ঞানের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সমাজবিজ্ঞান একটি বিজ্ঞান। সর্বজনীন (Universal), কারণিক (Causal) এবং অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ (Empirical) এ তিনটিকে বিজ্ঞানের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করা হয়। সমাজবিজ্ঞানে এ বৈশিষ্ট্যগুলো দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞানের পঠন-পাঠন ও গবেষণা, তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি, কার্যকারণ সম্পর্ক ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়ে থাকে ।

৪. বিজ্ঞানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- বিজ্ঞান ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকে। সমাজবিজ্ঞানও এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কারণ সমাজসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে সমাজবিজ্ঞান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, “উৎপাদন ব্যবস্থায় বৈষম্য থাকলে শ্রেণিসংঘাত অনিবার্য", "সামাজিক সংহতি বিনষ্ট হলে আত্মহত্যার মাত্রা বৃদ্ধি পাবে”, “নগরায়ণ অণু পরিবার ও নয়াবাস পরিবার সৃষ্টি করে” ইত্যাদি ভবিষ্যদ্বাণী সমাজবিজ্ঞান করে থাকে। ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতার ভিত্তিতে (Basis of prediction) সমাজবিজ্ঞান বিজ্ঞানের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে।

৫. বিজ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে সুশৃঙ্খল অধ্যয়ন বা গবেষণা। সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্যটি পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান । সুতরাং শৃঙ্খলা ও প্রণালিবদ্ধতার ভিত্তিতে (Basis of order and system) সমাজবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া যায়। কারণ বর্তমানে সমাজবিজ্ঞান সমাজকে সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে অধ্যয়ন করে। অবশ্য বর্তমান সমাজবিজ্ঞান উদ্ভবের আগে সমাজের অধ্যয়নগুলো সুশৃঙ্খল, নিয়মতান্ত্রিক ও বস্তুনিষ্ঠ ছিল না। কাজেই শৃঙ্খলা প্রণালিবদ্ধতা ও বস্তুনিষ্ঠতার ভিত্তিতে বর্তমান সমাজবিজ্ঞান বিজ্ঞানের মর্যাদা লাভের অধিকারী।

সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা

৬. সমাজবিজ্ঞানে বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সামাজিক ঘটনাবলি অনুধাবনের বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। অনেক সমাজবিজ্ঞানী প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সমাজ সম্পর্কে অভিজ্ঞতামূলক গবেষণা করে থাকেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও সমাজবিজ্ঞানের বিজ্ঞানমনস্কতা প্রমাণিত হয়। কাজেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে (Basis of experience) বিচার করলে সমাজবিজ্ঞানকে আমরা বিজ্ঞান হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি। কারণ বিজ্ঞান একটি অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়। অভিজ্ঞতা ছাড়া বিজ্ঞানের কোনো ভিত্তি নেই কিংবা মূল্য নেই।

৭. বিজ্ঞানের অন্যতম একটি পূর্বশর্ত হলো সর্বজনীনতা (Universality)। বিজ্ঞানের সর্বজনীনতার ভিত্তিতেও সমাজবিজ্ঞান একটি বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, চুম্বক কিংবা গণিতের সূত্র যেমন সর্বজনীন, তেমনি দরিদ্রতা জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে এটিও সর্বজনীন।

৮. প্রতিটি বিজ্ঞানের নিজস্ব কিছু তত্ত্ব, প্রত্যয় ও পদ্ধতি রয়েছে। যেমন– প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে রয়েছে নিউটন-আইনস্টাইনের তত্ত্ব; আলো, গতি. শক্তি, চুম্বক কোষ ইত্যাদি প্রত্যয়; বৈজ্ঞানিক ও পরীক্ষণ পদ্ধতি ইত্যাদি উপাদান। অনুরূপভাবে সমাজবিজ্ঞানে রয়েছে কার্ল মার্কস, ম্যাক্স ওয়েবার, এমিল ডুর্খেইম প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীর তত্ত্ব; সমাজ, দল, প্রতিষ্ঠান, সংঘ, সম্প্রদায় ইত্যাদি প্রত্যয়; দার্শনিক, ঐতিহাসিক, প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতিসহ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক উপাদান।

৯. আজকের আধুনিক বিজ্ঞান গ্যালিলিও, বেকন, নিউটন, আইনস্টাইন, আর্কিমিডিস, হকিং, নোবেল প্রমুখের চিন্তা-গবেষণার ফলশ্রুতি। অন্যদিকে, সমাজবিজ্ঞান একটি নবীন শাস্ত্র হলেও এটি প্লেটো, অ্যারিস্টটল, ইবনে খালদুন, অগাস্ট কোঁৎ, হার্বার্ট স্পেন্সার, কার্ল মার্কসসহ অসংখ্য বিজ্ঞানী বিষয়টির উৎকর্ষ সাধনে কাজ করেছেন। এসব মনীষীর অবদানের ভিত্তিতেই সমাজবিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পেয়েছে।

সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা

১০. বিজ্ঞান-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কার্যকারণ সম্পর্ক (Causal relationship) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সমাজবিজ্ঞান সামাজিক ঘটনা, সম্পর্ক ইত্যাদি ক্ষেত্রে কার্যকারণ সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞান যেসব বিষয়ে আলোচনা-গবেষণা করে সেখানে অনিবার্যভাবে কার্যকারণ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, দুর্নীতি ইত্যাদি সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞান কার্যকারণ সম্পর্ক অনুসন্ধান করে থাকে। সুতরাং বলা যায়, কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে সমাজবিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক মর্যাদা লাভ করেছে।

১১. বস্তুনিষ্ঠতা বিজ্ঞানের অন্যতম মূলভিত্তি। সমাজবিজ্ঞানেও বস্তুনিষ্ঠতার গুরুত্ব কম নয়। সমাজবিজ্ঞানের যেকোনো আলোচনা, গবেষণা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বস্তুনিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং বস্তুনিষ্ঠতার ভিত্তিতে (Basis of objectivity) সমাজবিজ্ঞান বিজ্ঞান শ্রেণির পর্যায়ভুক্ত।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে নিঃসন্দেহে বলা যায়, সমাজবিজ্ঞান একটি বিজ্ঞান এবং সামাজিক বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। যদিও সমাজবিজ্ঞানের রয়েছে কিছু সীমাবদ্ধতা। বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এমনকি সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান যেমন প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে এবং এগুলোর তত্ত্ব ও ভবিষ্যদ্বাণী নির্ভুল ও অপরিবর্তনীয়। সমাজবিজ্ঞান এখনও সে পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি। কারণ সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব এবং ভবিষ্যদ্বাণী এখনও যথেষ্ট দুর্বল ও প্রশ্নসাপেক্ষ। অবশ্য এর কিছু কারণ রয়েছে। যেমন– সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি 'সমাজ' নিয়ত পরিবর্তনশীল। যুগ ও অঞ্চলভেদে এর বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। ফলে সমাজবিজ্ঞানে সর্বজনীন তত্ত্ব বিনির্মাণ করা ও ভবিষ্যদ্বাণী করা কিছুটা দুরূহ। এছাড়া প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান যতটা দীর্ঘ সময় অতিক্রম করে অভিজ্ঞতা অর্জন এবং একই বিষয়ে পুনঃপুন গবেষণা করে স্থিতিশীলতা অর্জন করেছে, সমাজবিজ্ঞান সে তুলনায় একেবারেই নবীন। অতএব সমাজবিজ্ঞানের দুর্বলতা থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে চর্চা, গবেষণা, অভিজ্ঞতা অর্জন ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সমাজবিজ্ঞান নিঃসন্দেহে ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

বিজ্ঞানের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বৈশিষ্ট্য কয়টি?

বোর্ড প্রশ্ন

ক ২টি

✓ ৩টি

গ ৪টি

ঘ ৫টি

টপিক- MCQ

সর্বজনীন, কারণিক এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ তিনটি কিসের বৈশিষ্ট্য?

বোর্ড প্রশ্ন

ক সমাজবিজ্ঞানের

খ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের

✓ বিজ্ঞানের

ঘ রাজনীতি বিজ্ঞানের

কখন শ্রেণিসংঘাত অনিবার্য হয়?

বোর্ড প্রশ্ন

ক উৎপাদন ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ না থাকলে

খ উৎপাদন ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ থাকলে

✓ উৎপাদন ব্যবস্থায় বৈষম্য থাকলে

ঘ উৎপাদন ব্যবস্থায় মূল্যায়ন না থাকলে

টপিক- MCQ

সর্বজনীনতা বা Universality কিসের পূর্বশর্ত ?

বোর্ড প্রশ্ন

ক স্বাধীনতা

✓ বিজ্ঞান

গ সমাজবিজ্ঞান

ঘ রাজনীতি বিজ্ঞান

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

প্রশ্ন ১৯। সমাজবিজ্ঞান কাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়?
উত্তর : সমাজবিজ্ঞান সমাজকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।

প্রশ্ন ২০। সমাজ কোন ধরনের বিষয়?
উত্তর : সমাজ একটি নিয়ত পরিবর্তনশীল এবং বিমূর্ত বিষয়।

প্রশ্ন ২১। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পূর্বশর্ত কয়টি?
উত্তর : প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পূর্বশর্ত হচ্ছে পাঁচটি।

প্রশ্ন ২২। বিজ্ঞানের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বৈশিষ্ট্য কয়টি এবং কী কী?
উত্তর : বিজ্ঞানের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বৈশিষ্ট্য তিনটি। যথা—
১. সর্বজনীন, ২. কারণিক ও ৩. অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ।

প্রশ্ন ২৩। বিজ্ঞানের অন্যতম পূর্বশর্ত কোনটি?
উত্তর : বিজ্ঞানের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো সর্বজনীনতা।

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

প্রশ্ন ৮। সমাজবিজ্ঞান কোন অর্থে বিজ্ঞান? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : সমাজবিজ্ঞান বৈজ্ঞানিকভাবে পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যসমূহের বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক জ্ঞান অন্বেষণের প্রচেষ্টা চালায়। এ অর্থে সমাজবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানরূপে অভিহিত করা চলে। সমাজবিজ্ঞান ঠিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো নয় তবে এটি গবেষণার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি ও কলাকৌশল প্রয়োগ করে থাকে। তাই বলা যায়, বিজ্ঞানের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সমাজবিজ্ঞান একটি বিজ্ঞান ।

সৃজনশীল প্রশ্ন

ক. পদ্ধতি কী?
খ. পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি বলতে কী বোঝ?
গ. প্রদত্ত ছকে ?' চিহ্নিত স্থানে কোন বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উক্ত বিষয়টির প্রয়োগ সমাজবিজ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক মর্যাদা দিতে সক্ষম হয়েছে— বিশ্লেষণ কর ।

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায় ০২ : সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা

টপিক - ০৫

সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রধান কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

HSC

একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায় ০২ : সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা

টপিক - ০৫

সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রধান কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১ - বিজ্ঞানের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য
টপিক ০২ - বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধারণা ও বৈশিষ্ট্য
টপিক ০৩ - বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির স্তরসমূহ
টপিক ০৪ - সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা
টপিক ০৫ - সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রধান কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রধান কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রধান কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

পদ্ধতি শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ Method যা গ্রিক শব্দ Meta এবং Hodos থেকে এসেছে। শব্দ দুটির ইংরেজি প্রতিশব্দ যথাক্রমে with এবং way। যার বাংলা ভাবার্থ যথাক্রমে পন্থাসহ বা পন্থার সাহায্যে। অতএব কোনো কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে যে পন্থার (way) সাহায্য নিতে হয় তা হলো পদ্ধতি।

অনেকে পদ্ধতি (Method) ও কৌশল (Technique) শব্দ দুটিকে সমঅর্থে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু পদ্ধতি ও কৌশল দুটি ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয়। পদ্ধতি হলো গোটা কাজটি কীভাবে করতে হবে সেটার পন্থা। আর কৌশল হলো ওই পদ্ধতি বা পন্থা অনুসরণ করতে যে উপায় অবলম্বন করতে হবে সেটা। কৌশলের তুলনায় পদ্ধতি বেশ ব্যাপক। একই পদ্ধতির একাধিক কৌশল থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ– একজন ব্যক্তি গ্রামে যাওয়ার জন্য 'Highway'-তে না গিয়ে 'Footpath' বেছে নিল। গ্রামে যাওয়ার জন্য ব্যক্তি পায়ে হেঁটে অথবা সাইকেলে যেতে পারে। এক্ষেত্রে Footpath অনুসরণ করা হচ্ছে পদ্ধতি এবং সাইকেল হচ্ছে কৌশল। পদ্ধতি বলতে সাধারণত সম্পূর্ণ গবেষণা প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করা হয়।

সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রধান কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

প্রাচীন ও প্রকৃত ব্যবহারগত অর্থ হিসেবে পদ্ধতি শব্দটি দ্বারা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনার নীতিমালার নিয়মতান্ত্রিক ও সুষ্ঠু অনুশীলনকে বোঝায়। পদ্ধতি হচ্ছে A standard of judgement। সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত প্রশ্ন এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে এবং সামাজিক গবেষণায় বিভিন্ন পদ্ধতির একটি কার্যকরী ভূমিকা রয়েছে। গবেষণার বিষয়বস্তুকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিচার-বিশ্লেষণ করা গবেষণা পদ্ধতির মৌল উপাদান। মূলত যা পর্যবেক্ষণ করা হয় তার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই গবেষণা পদ্ধতি দ্বারা সামাজিক আচার-আচরণের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। সামাজিক গবেষণায় পদ্ধতি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্ববহ। কারণ পদ্ধতি আছে বলেই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলো সুসংহত হয়। সামাজিক সমস্যাবলি যথার্থরূপে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের জন্য সামাজিক গবেষণায় অনেকগুলো পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রধান কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হলো–

১. দার্শনিক পদ্ধতি;
২. ঐতিহাসিক পদ্ধতি;
৩. ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতি;
৪. প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি;
৫. জরিপ পদ্ধতি;
৬. তুলনামূলক পদ্ধতি।

সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রধান কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

দার্শনিক পদ্ধতি

দার্শনিক পদ্ধতি সাধারণত অনুমিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কতকগুলো অপ্রত্যক্ষ ও অপ্রকাশ্য অবস্থাকে সত্য বলে ধরে নেয়। এ অনুমিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সমাজের প্রকৃতি, লক্ষ্য ও অবস্থা দেখে আরোহ পদ্ধতিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এ পদ্ধতিতে ঐতিহাসিক ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির দ্বারা যুক্তিযুক্তভাবে অগ্রসর হতে পারলে সামাজিক গবেষণা বেশ সুবিধাজনক হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশের সমাজ গবেষণায় দার্শনিক পদ্ধতির গুরুত্ব অত্যধিক। কেননা এ পদ্ধতিতে সমাজ গবেষক দার্শনিকের ভূমিকায় কাজ করে থাকেন। এ পদ্ধতির গুরুত্বের প্রতি আলোকপাত করতে গিয়ে প্রফেসর ড. নাজমুল করিম তার 'সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ' গ্রন্থে বলেন, "পরিসংখ্যান কতক নীরস তথ্যের সমাবেশ ঘটাতে পারে মাত্র। এদের বিচার-বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাদান করে জীবন্ত ও অর্থপূর্ণ করে তুলবে সমাজবিজ্ঞানী নিজ বিচার-বুদ্ধি দিয়ে এবং এখানে প্রয়োজন দার্শনিক বা ভেরস্টিহেন পদ্ধতির।" অবশ্য আমাদের দেশের সমাজ গবেষণায় এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন– সমাজে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, প্রজনন ক্ষমতা, অপরাধ বৃদ্ধির হার, নগরায়ণের হার, বেকারত্বের পরিমাণ কিংবা সাম্প্রতিককালের কোনো সমস্যা ইত্যাদি।

সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রধান কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

দার্শনিক পদ্ধতি

দার্শনিক পদ্ধতির সুবিধা

দার্শনিক পদ্ধতি সমাজ সম্পর্কিত যেকোনো গবেষণায় সবচেয়ে প্রাচীনতম পদ্ধতি। এ পদ্ধতির সুবিধাসমূহ হলো–

- দার্শনিক পদ্ধতির অন্যতম সুবিধা হলো এ পদ্ধতিতে গোটা সমাজকে যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন– ম্যাক্স ওয়েবারের অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে গোটা সমাজকে সহজভাবে দেখা সম্ভব।
- এ পদ্ধতি জ্ঞাত জ্ঞান থেকে অজ্ঞাত জ্ঞানে পদার্পণের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।
- এ পদ্ধতিতে সামাজিক বিষয়াবলির Particular Knowledge পরিবর্তিত হয়ে Universal Knowledge-এ রূপান্তরিত হয়।
- এ পদ্ধতি সামাজিক গবেষণার জটিল ও বিস্তৃত জাল থেকে সহজ-সরল পথে ফিরিয়ে আনতে বিশেষ সহায়ক।

দার্শনিক পদ্ধতি

দার্শনিক পদ্ধতির অসুবিধা

সামাজিক গবেষণায় দার্শনিক পদ্ধতির অসুবিধাগুলো হলো–

- দার্শনিক পদ্ধতি গোটা সমাজসংক্রান্ত বিষয়াবলি জানার প্রক্রিয়া। ফলে কোনো Specific social context গবেষণায় এ পদ্ধতি সক্ষম নয়।
- এ পদ্ধতিতে গবেষণা করতে গিয়ে গবেষক অনেক সময় সংগৃহীত তথ্যকে আপাত সত্য, আপেক্ষিক সত্য, বস্তুনিষ্ঠ নয় এরূপ মন্তব্য করে গবেষণা পদ্ধতিকে ব্যর্থ পদ্ধতি হিসেবে চিহ্নিত করেন।
- দার্শনিক পদ্ধতি একটি অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রধান কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

ঐতিহাসিক পদ্ধতি

যে পদ্ধতির সাহায্যে অতীত সমাজের ঘটনা, সামাজিক রীতিনীতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে ধারাবাহিক বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে তাকে ঐতিহাসিক পদ্ধতি বলে। ঐতিহাসিক পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্তমান সমাজের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও ভূমিকা সম্পর্কে জ্ঞান অনুসন্ধান করা। ঐতিহাসিক পদ্ধতি পরস্পর নির্ভরশীল দুটি ধারায় প্রবাহিত। ধারা দুটি হলো– ১. ইতিহাসের দর্শন ও ২. জীববিজ্ঞানের বিবর্তনবাদ। সামাজিক গবেষণায় এ পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান সমাজের বীজ লুকিয়ে আছে অতীত ইতিহাসের পাতায়। ইতিহাসের পাতা থেকে লব্ধজ্ঞানের দ্বারাই বর্তমান সমাজের সঠিক চিত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রধান কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

ঐতিহাসিক পদ্ধতি

গুড এবং স্কেটস (Goode and Scates) ঐতিহাসিক পদ্ধতির নিম্নলিখিত উৎসের কথা বলেছেন–

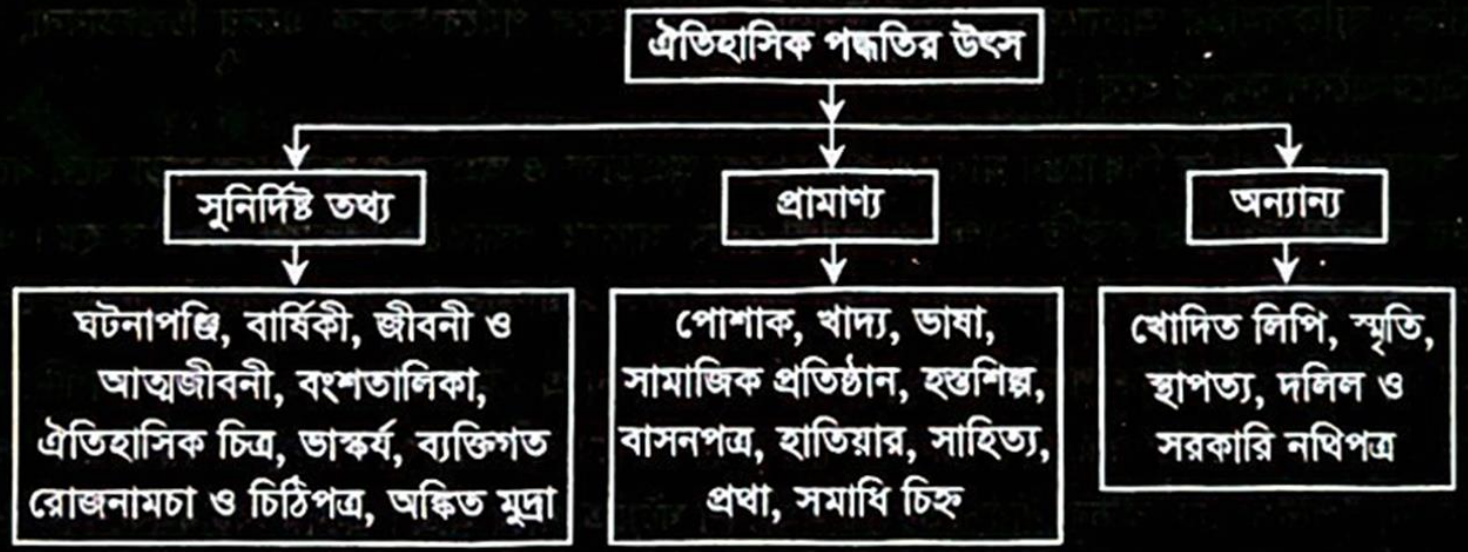

- সুনির্দিষ্ট তথ্য : ঘটনাপঞ্জি, বার্ষিকী, জীবনী ও আত্মজীবনী, বংশতালিকা, ঐতিহাসিক চিত্র, ভাস্কর্য, ব্যক্তিগত রোজনামচা ও চিঠিপত্র, অঙ্কিত মুদ্রা ইত্যাদি।
- প্রামাণ্য : পোশাক, খাদ্য, ভাষা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, হস্তশিল্প, বাসনপত্র, হাতিয়ার, সাহিত্য, প্রথা, সমাধি চিহ্ন ইত্যাদি।
- অন্যান্য : খোদিত লিপি, স্মৃতি, স্থাপত্য, দলিল ও সরকারি নথিপত্র ইত্যাদি।

সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রধান কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

ঐতিহাসিক পদ্ধতি

বিভিন্ন সামাজিক রীতিনীতি ও প্রতিষ্ঠান বর্তমানে কী অবস্থায়, অতীতে কী অবস্থায় ছিল এবং কীভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে তা বিশ্লেষণ করে দেখতে হলে ঐতিহাসিক পদ্ধতি প্রয়োগের সময় খেয়াল রাখতে হবে, সংগৃহীত ঐতিহাসিক তথ্য যেন সঠিক, সুস্পষ্ট ও যুক্তিসংগত হয় ।

অবশ্য ঐতিহাসিক পদ্ধতিকে অনেকেই যুক্তিসংগত মনে করেননি। কিন্তু বাস্তবতা হলো বর্তমান অবস্থা অতীত ইতিহাসকে মূল্য দেয় এবং পরিস্থিতি বিচারের জন্য অতীতকে জানতে হয়। এছাড়া ঐতিহাসিক পদ্ধতির মূল বক্তব্য হচ্ছে, অতীত জীবনের মধ্যেই বর্তমান জীবনের মূলসূত্র নিহিত। সুতরাং ঐতিহাসিক পদ্ধতি সমাজ গবেষণার একটি বিশেষ পদ্ধতি, যাকে মূল্যহীন বলা যায় না। কারণ ঐতিহাসিক পদ্ধতির মাধ্যমে মানবসমাজের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও কার্যধারা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য অতীত সভ্যতা ও সামাজিক আচার-আচরণ প্রভৃতি বিষয়ে আমরা গবেষণা করে থাকি। আমাদের বর্তমান সমাজের রীতিনীতি, জীবনযাপন পদ্ধতি প্রভৃতির মূল নিহিত রয়েছে অতীতে এবং সেই অতীত উৎসের যথোপযুক্ত অনুসন্ধানের মাধ্যমেই এসবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্ভব ।

আধুনিক বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো গবেষণায়ও রয়েছে ঐতিহাসিক পদ্ধতির তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা। আবার বলা যায়, বাংলাদেশ প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি। এদেশের মানুষের মাঝে প্রভাব বিস্তার করে আছে প্রাচীন চিন্তাভাবনা, রীতিনীতি ও বিশ্বাস। অনেক সমাজ গবেষক বাংলাদেশের সমাজ গবেষণায় ঐতিহাসিক পদ্ধতি প্রয়োগের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। কেননা ঐতিহাসিক পদ্ধতি পাঠের মাধ্যমেই আমরা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানতে পারি ।

ঐতিহাসিক পদ্ধতি

ঐতিহাসিক পদ্ধতির সুবিধা

ঐতিহাসিক পদ্ধতি সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় অত্যন্ত ফলপ্রসূ হিসেবে স্বীকৃত। এ পদ্ধতির সুবিধাসমূহ হলো–

- এ পদ্ধতি সনাতন ধারার সমাজ গবেষণার জন্য অপরিহার্য।
- তৎকালীন সমাজব্যবস্থা কীরূপ ছিল তা জানার জন্য এ পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ।
- ঐতিহাসিক পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর পূর্ববর্তী বংশধরদের জীবনপ্রণালির যাবতীয় বিষয় জানার জন্য।

ঐতিহাসিক পদ্ধতি

ঐতিহাসিক পদ্ধতির অসুবিধা

ঐতিহাসিক পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা বা অসুবিধাসমূহ হলো–

- ঐতিহাসিক পদ্ধতি বর্তমান সমাজকে জানার জন্য ব্যর্থ।
- যেহেতু ইতিহাসে সমাজের সকল বিষয় ওঠে আসে না, তাই অতীত সমাজের সকল তথ্য এ পদ্ধতিতে জানা সম্ভব হয় না। ফলে এটি অসম্পূর্ণ বা অসমাপ্ত গবেষণার ফল বলে বিবেচনা করা হয়।
- সমাজের ক্ষুদ্র একটি বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে অনেক সময় পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায় না। ইতিহাসের দ্বারস্থ হলে গবেষণার প্রকৃত চিত্র ওঠে আসে না বলে এটি অসম্পূর্ণ গবেষণা বলে গণ্য হয়।

সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রধান কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

কেস স্টাডি বা ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতি

Method of Case Study বা ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতি সামাজিক গবেষণায় সামাজিক সমস্যা অধ্যয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। এ পদ্ধতির দ্বারা সমাজ গবেষকগণ কোনো সামাজিক পরিস্থিতি, সমষ্টি ও ব্যষ্টিক যাচাই করে থাকেন। এ পদ্ধতিতে এক বা একাধিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং তার ভিত্তিতে একটি সাধারণ সূত্রে আসার চেষ্টা করা হয়। অর্থাৎ কেস স্টাডি হলো কোনো একটি সামাজিক একক সম্পর্কে সুগভীর পর্যালোচনা।

কেস স্টাডি বা ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতি

ফ্রেডরিক লি প্লে (Fredric Le Play, 1806–1882) পারিবারিক বাজেট নিয়ে স্টাডি করতে গিয়ে সামাজিক গবেষণায় (Method of Case Study) এ পদ্ধতিটির প্রথম প্রয়োগ করেন। এরপর হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) এথনোগ্রাফিক স্টাডি করতে গিয়ে পদ্ধতিটি ব্যবহার করেন। এটি একটি গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত।

কেস স্টাডি বা ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতিতে গবেষক সাক্ষাৎকার গ্রহণ, প্রশ্নপত্র, জীবনবৃত্তান্ত কৌশলগুলো ব্যবহার করে থাকেন। গবেষক যখন কোনো বিষয়ের গভীরে যেতে চান তখন সকলের নিকট যাওয়া সম্ভবপর হয় না বিধায় দুই-একটা ঘটনাবলির মাধ্যমে সমগ্র ঘটনা সম্পর্কে জানার প্রয়াস চালান।

চার্লস হরটন কুলি (Charles Horton Cooly)-এর মতে, "Case study depends on our perception and gives us clear insight about life." (কেস স্টাডি আমাদের প্রত্যক্ষণের ওপর নির্ভর করে এবং জীবন সম্পর্কে পরিষ্কার অন্তর্দৃষ্টি দান করে)।

G. R. Adams & J. D. Schavaneveldt তাঁদের 'Under Standing Research Methods' গ্রন্থে বলেন, "কেস স্টাডি একটি কিংবা স্বল্পসংখ্যক ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ, সাধারণত অনুসন্ধেয় চলকসমূহের ধরন ও পরিবেশের ওপর আলোকপাত করা হয় এবং এ উপায় সর্বাত্মক ও গভীরতর অনুসন্ধানমুখী।

পলিন ভি. ইয়ং (Pauline V. Young) তাঁর 'Scientific Social Surveys and Research' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "কোনো একটি সামাজিক একক যেমন– কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সামাজিক প্রতিষ্ঠান কোনো জেলা বা কোনো একটি সম্প্রদায়ের সর্বাত্মক অনুধ্যানকে Case Study বা ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতি বলা হয়।"

সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রধান কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

কেস স্টাডি বা ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতি

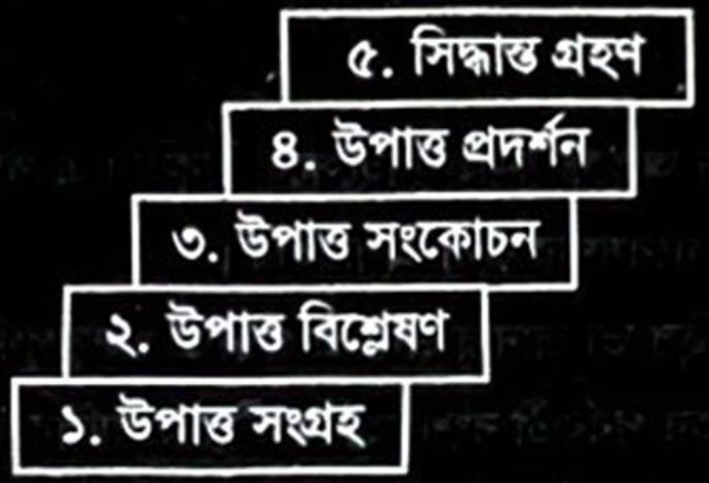

ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতির স্তরসমূহ

কেস স্টাডি বা ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতি

ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতির সুবিধা

ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতির সুবিধাগুলো হলো–

- ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতির প্রয়োগে আর্থিক ব্যয় কম।
- এ পদ্ধতির সাহায্যে নতুন চিন্তাধারা ও অনুমান গঠন সম্ভব হয়।
- এ পদ্ধতি অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সমস্যার প্রকৃতি, কারণ ও প্রভাব অনুসন্ধানের জন্য উপযুক্ত।
- গবেষণাধীন বিষয়ের শুধু উৎপত্তির কারণ নয় বরং তার বিকাশের ইতিহাসও জানা যায়।
- ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতির সাহায্যে ব্যক্তি, বিষয় বা কোনো সম্প্রদায় সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ তথ্য লাভ করা যায়।
- এ পদ্ধতির প্রয়োগে নমুনার প্রয়োজন হয় না।
- যেকোনো সমস্যার ব্যাপকতা ও গভীরতা জানা যায়।

কেস স্টাডি বা ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতি

ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতির অসুবিধা

ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতির অসুবিধাগুলো হলো–

- অদক্ষ গবেষক ও সময়ের দীর্ঘসূত্রতা ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতির অন্যতম ত্রুটি।
- এ পদ্ধতি পক্ষপাতদুষ্ট।
- এ পদ্ধতিতে কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় ও নিরীক্ষণের সুযোগ অনুপস্থিত।
- এ পদ্ধতিতে সাধারণীকরণজনিত সমস্যা থাকায় সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রধান কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি সামাজিক গবেষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত। যে গবেষণায় গবেষক গবেষণার লক্ষ্য দলের মধ্যে উপস্থিত থেকে তাদের দৈনন্দিন আচার-আচরণ, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পৃক্ত থাকেন তাকে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতিতে গবেষকের পক্ষে কোনো একটি ক্ষুদ্র পরিসরে সমাজজীবন সম্পর্কে নিবিড়ভাবে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয় এবং সমাজকে তিনি স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম অবস্থায় পর্যবেক্ষণ করেন।

Wilkinson ও **Bhandarkar**-এর মতে, "অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ হলো পর্যবেক্ষককে দলসদস্যে পরিণত করে পর্যবেক্ষক এবং পর্যবেক্ষণাধীন বিষয় উভয়কে একত্রে রাখার একটি প্রচেষ্টা, যেখানে পর্যবেক্ষণ সম্পর্কের কাঠামোতে পর্যবেক্ষণাধীন অনুভূতি ও কাজ সম্পর্কে গবেষক বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন।"

Pelto তার 'Participant Observation' নামক প্রবন্ধে বলেন, "অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ হলো সরাসরি জনগোষ্ঠীর প্রাত্যহিক আচরণসমূহকে স্বাভাবিকভাবে অবলোকন করা।"

G. J. McCall এবং **J. L. Simmons** (1990) বলেন, "অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ একটি মাত্র কোনো পদ্ধতি নয়; বরং এটি একাধিক পদ্ধতি ও কৌশলের একটি সংমিশ্রণ।"

প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষক যেসব তথ্য সংগ্রহ করেন তার জন্য দীর্ঘদিন কোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে অবস্থান করতে হয়। দীর্ঘদিনের অবস্থানের মাধ্যমে তাদের মূল্যবোধ, আচার-আচরণ, রীতিনীতি, বিশ্বাস, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানলাভ করেন।

প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা

প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সুবিধাসমূহ হলো–

- গবেষক গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় এ পদ্ধতিতে সহজে সংগ্রহ করা সম্ভব।
- এ পদ্ধতির সংগৃহীত তথ্য বিশুদ্ধ ও সাবলীল।
- কোনো বিষয়ের গভীরে যেতে হলে বা জানতে হলে এ পদ্ধতিই উত্তম।

প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির অসুবিধা

এ পদ্ধতির নিম্নলিখিত অসুবিধাসমূহ হলো–

- এ পদ্ধতির সবচেয়ে বড় ত্রুটি হলো এটি হুবহু পুনরাবৃত্তি করা যায় না।
- এ পদ্ধতি সময়সাপেক্ষ ও কষ্টকর।
- সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের কাজ করা সম্ভব নয়।
- পক্ষপাতদুষ্টতার কারণে সঠিক তথ্য না পাওয়ায় ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রধান কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

জরিপ পদ্ধতি

জরিপ পদ্ধতি আধুনিক সমাজ গবেষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বহুল ব্যবহৃত তথ্যানুসন্ধান পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত। এ পদ্ধতি গ্রামীণ আর্থসামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করে থাকে। এ পদ্ধতিটি কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে তথা সমাজের প্রয়োজনে কোনো সামাজিক সমস্যার ওপর তথ্য সংগ্রহের জন্য পরিচালিত হয়। এ পদ্ধতির মাধ্যমে কোনো বিশেষ স্থানের জনসাধারণের জীবনযাপন প্রণালি ও কার্যের শর্ত সম্পর্কিত তথ্য জানা সহজ হয়। এ পদ্ধতির প্রধান লক্ষ্য হলো সামাজিক অবস্থাকে বিশ্লেষণ করা ও সুনির্দিষ্ট সমাজের গবেষণা করা।

পূর্বানুমান গঠন ও তত্ত্ব উন্নয়নের এবং যাচাইয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুতে জরিপ পদ্ধতি সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সমাজবিজ্ঞানিগণ মনে করেন, সমাজের ঘটনাবলি অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে জরিপ পদ্ধতি একটি মৌলিক পদ্ধতি।

গুড ও স্কেটস (Goode and Scates) বলেন, "সামাজিক জরিপ একটি যৌথ প্রচেষ্টা, যা একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার বর্তমান সমস্যা, পরিস্থিতি বা জনসংখ্যা সম্পর্কে যা একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার বর্তমান সমস্যা, পরিস্থিতি বা জনসংখ্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান ও তাদের অবস্থা নিরূপণের জন্য গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করে।"

পলিন ভি. ইয়ং (Pauline V. Young) তার 'Scientific Social Surveys and Research' গ্রন্থে এ সম্পর্কে উল্লেখ করেন, "সামাজিক অগ্রগতির জন্য গঠনমূলক কর্মসূচি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সামাজিক অবস্থা ও চাহিদার ওপর বৈজ্ঞানিক উপায়ে সম্পন্ন অনুসন্ধানকে সামাজিক জরিপ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়।"

জরিপ পদ্ধতি

ই. এস. বোগারডাস (E. S. Bogardus)-এর মতে, "কোনো সম্প্রদায়ে বসবাসরত মানবগোষ্ঠী যারা একত্রে বসবাস এবং কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে তাদের কাছ থেকে সংগৃহীত উপাত্তকে জরিপ বলে।"

জেরি ও জেরি (Jarry and Jarry)-এর মতে, "কোনো প্রশাসনিক একক বা কোনো সুনির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসরত মানবগোষ্ঠী সম্পর্কে সর্বাত্মক উপাত্ত সংগ্রহই হলো সামাজিক জরিপ।"

চ্যাপম্যান (Chapman)-এর মতে, "কোনো সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক অথবা প্রশাসনিক এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠী সম্পর্কে নিয়মতান্ত্রিক উপাত্ত সংগ্রহকে সামাজিক জরিপ বলে।"

মার্ক আব্রাম (Mark Abram)-এর মতে, "অর্থাৎ কোনো একটি সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ডের সামাজিক দিক সম্পর্কে সংখ্যাত্মক উপাত্ত সংগ্রহের প্রক্রিয়াকে জরিপ বলা হয়।"

সুতরাং বলা যায়, জরিপ পদ্ধতি হচ্ছে নির্দিষ্ট কোনো এলাকার জনগণ বা তাদের প্রতিনিধিত্বশীল (নমুনায়িত) অংশের বৈশিষ্ট্য, আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাসহ যেকোনো বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া বা কৌশল। জরিপের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা। সঠিক তথ্যের ওপরই জরিপের সফলতা ও কার্যকারিতা নির্ভরশীল। জরিপের তথ্য সংগ্রহের ভিত্তি হচ্ছে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন। সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ প্রশ্নমালাই যথাযথ তথ্য সংগ্রহের বিষয়টি নিশ্চিত করে।

সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রধান কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

জরিপ পদ্ধতি

সামাজিক জরিপ পদ্ধতি বলতে বোঝায় সরেজমিনে তথ্য অনুসন্ধান করা। সাধারণভাবে সামাজিক জরিপকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা–

১. নমুনা জরিপ (Sample Survey) ও

২. পূর্ণ গণনামূলক জরিপ (Complete Enumeration Survey)।

নমুনা জরিপ হচ্ছে সমগ্র তথা আধেয় জনগোষ্ঠী থেকে প্রতিনিধিত্বশীল একটি অংশকে নমুনা (As a sample) হিসেবে নির্বাচন করে নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার (Designing questionnaire) আলোকে তথ্য সংগ্রহ করা। জরিপ গবেষণা প্রায়ই নমুনা জরিপের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়। কেননা নমুনা জরিপে সময়, অর্থ ও শ্রম কম লাগে। অন্যদিকে, পূর্ণ গণনামূলক জরিপে আধেয় জনগোষ্ঠীর প্রত্যেকের থেকেই তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এখানেও প্রণীত প্রশ্নমালা ব্যবহৃত হয়। পূর্ণ গণনামূলক জরিপ অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং জটিল। তাই আদমশুমারি ব্যতীত এ ধরনের জরিপ খুব কমই হয়ে থাকে।

উন্নত কিংবা অনুন্নত উভয় দেশেই সামাজিক সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য জরিপ পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বস্তুত সামাজিক বিজ্ঞানসমূহে এ পদ্ধতি আর্থসামাজিক বিষয়বস্তুর একটি বিস্তৃত পরিপ্রেক্ষিত অন্তর্ভুক্ত করে।

জরিপ পদ্ধতি

জরিপ পদ্ধতির সুবিধা

জরিপ পদ্ধতির সুবিধাসমূহ হলো–

- জরিপ পদ্ধতি সাধারণীকরণে গ্রহণযোগ্য।
- এ পদ্ধতিতে গবেষণার উদ্দেশ্য অনেকাংশে সম্পন্ন হয়।
- এ পদ্ধতিতে অধিকমাত্রায় বস্তুনিষ্ঠতা অর্জন করা সম্ভব।
- এ পদ্ধতিতে অধিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব।
- গবেষণাধীন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির সাথে সরাসরি যোগাযোগ হয়। ফলে সমস্যা সম্পর্কিত অধিকতর জ্ঞানার্জন করা যায়।
- কারণ-ফলের সম্পর্ক নির্ণয় করা যায়।
- এ পদ্ধতিতে অধিক নির্ভরযোগ্য ও সঠিক তথ্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে।
- এ পদ্ধতিতে সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা যায়।

জরিপ পদ্ধতি

জরিপ পদ্ধতির অসুবিধা

জরিপ পদ্ধতির ক্ষেত্রে বিদ্যমান অসুবিধাসমূহ হলো–

- জরিপ পদ্ধতি ব্যয়বহুল।
- এ পদ্ধতি পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রচুর সময় অপচয় হয়।
- ঐতিহাসিক ঘটনা অধ্যয়নে এ পদ্ধতি কার্যকর নয়।
- গবেষণাধীন ব্যক্তির ওপর গবেষকের তেমন নিয়ন্ত্রণ থাকে না।
- এ পদ্ধতির নমুনা ত্রুটিপূর্ণ।

সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রধান কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

তুলনামূলক পদ্ধতি

তুলনামূলক পদ্ধতি হলো সমাজবিজ্ঞানের গবেষণা পদ্ধতির এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে তুলনামূলক সমীক্ষা চালানো হয়। সর্বপ্রথম তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করেন বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী সমাজবিজ্ঞানীগণ। ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) তুলনামূলক পদ্ধতির সাহায্য নিয়েছেন। দুর্খেইম-এর মতে, "সমাজবিজ্ঞান যেহেতু বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণের সাহায্যে সামাজিক ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্কে ধারণা লাভের চেষ্টা করে, সেহেতু এখানে তুলনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হবে।"

তুলনামূলক পদ্ধতির উদ্দেশ্য হলো ঐতিহাসিক পদ্ধতির ন্যায় সমাজের অতীত ও বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করে একটা সাধারণ নীতি প্রণয়ন ও তার ভিত্তিতে একটা বিশেষ কারণঘটিত ব্যাখ্যা প্রদান করা। সমাজ গবেষণায় বিশেষ পদ্ধতি হিসেবে বহুদিন ধরে তুলনামূলক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। দুর্খেইম তাঁর 'The Rules of Sociological Method' নামক গ্রন্থে সর্বপ্রথম এ পদ্ধতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

বিভিন্ন জনসমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে তুলনার মাধ্যমে তাদের জীবনযাপন পদ্ধতির পার্থক্য বা সাদৃশ্য নিরূপণ করা তুলনামূলক পদ্ধতির মূল লক্ষ্য। কারণ বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, পার্থক্য ও সাদৃশ্যের মধ্যে মানুষের আচরণসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সূত্রাবলির সন্ধান তুলনামূলক পদ্ধতির মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব।

তুলনামূলক পদ্ধতির বিশেষ সুবিধা হলো পদ্ধতিটি বিভিন্ন সমাজের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বোঝাতে সাহায্য করে। অধিকন্তু সমাজভেদে মানুষের সামাজিক আচরণের মধ্যে কোন ধরনের তারতম্য সৃষ্টি হয় তা জানা সম্ভব হতে পারে। এ পদ্ধতিতে একই যুগের বিভিন্ন সমাজের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা যেমন সম্ভব, তেমনি একই সমাজের অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে তুলনামূলক গবেষণা করাও সম্ভব।

সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রধান কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

পরীক্ষণ পদ্ধতি

পরীক্ষণ পদ্ধতি হচ্ছে ফলাফলের একটি নিয়মতান্ত্রিক ও নিয়ন্ত্রিত অনুসন্ধান। পরীক্ষণ পদ্ধতিতে সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে দুই বা ততোধিক প্রপঞ্চের মাঝে পারস্পরিক কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়। এক্ষেত্রে প্রধানত দুটি চলক থাকে। একটি স্বাধীন চলক, যার প্রভাব লক্ষ করা হয় অন্য আরেকটি চলকের ওপর, যা নির্ভরশীল চলক হিসেবে বিবেচিত হয়। এ ধরনের পদ্ধতি প্রধানত সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাধীনে সম্পন্ন হয়। এ পদ্ধতি আবার দুই প্রকার। যথা– ১. পরীক্ষামূলক দল ও ২. নিয়ন্ত্রিত দল।

পরীক্ষণ পদ্ধতির কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো–

- চলকের পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ
- সত্যতা নিরূপণে গবেষণার পুনরাবৃত্তি
- বস্তুনিষ্ঠতা
- ফলাফলের যথার্থতা

সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রধান কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

পরীক্ষণ পদ্ধতি

পরীক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা : সুবিধাসমূহ হলো–

- গবেষকের উপস্থিতি
- সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশ
- ব্যয় কম
- অপ্রাসঙ্গিক বিষয় পরিহার।
- অনুমান যাচাই
- তত্ত্ব গঠন
- সময়ের অপচয় হয় না।

সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রধান কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

পরীক্ষণ পদ্ধতি

পরীক্ষণ পদ্ধতি হচ্ছে ফলাফলের একটি নিয়মতান্ত্রিক ও নিয়ন্ত্রিত অনুসন্ধান। পরীক্ষণ পদ্ধতিতে সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে দুই বা ততোধিক প্রপঞ্চের মাঝে পারস্পরিক কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়। এক্ষেত্রে প্রধানত দুটি চলক থাকে। একটি স্বাধীন চলক, যার প্রভাব লক্ষ করা হয় অন্য আরেকটি চলকের ওপর, যা নির্ভরশীল চলক হিসেবে বিবেচিত হয়। এ ধরনের পদ্ধতি প্রধানত সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাধীনে সম্পন্ন হয়। এ পদ্ধতি আবার দুই প্রকার। যথা– ১. পরীক্ষামূলক দল ও ২. নিয়ন্ত্রিত দল।

পরীক্ষণ পদ্ধতির কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো–

- চলকের পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ
- সত্যতা নিরূপণে গবেষণার পুনরাবৃত্তি
- বস্তুনিষ্ঠতা
- ফলাফলের যথার্থতা

সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রধান কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

পরীক্ষণ পদ্ধতি

পরীক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা : সুবিধাসমূহ হলো–

- গবেষকের উপস্থিতি
- সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশ
- ব্যয় কম
- অপ্রাসঙ্গিক বিষয় পরিহার।
- অনুমান যাচাই
- তত্ত্ব গঠন
- সময়ের অপচয় হয় না।

পরীক্ষণ পদ্ধতি

পরীক্ষণ পদ্ধতির অসুবিধা : অসুবিধাসমূহ হলো–

- নমুনা ক্ষুদ্র আকৃতি
- সাধারণীকরণে সমস্যা
- অভিজ্ঞ গবেষকের অভাব।
- গবেষকের প্রভাব
- গবেষণাগারে গবেষণা করে পরীক্ষা করার সমস্যা

সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রধান কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি

বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে সমাজ গবেষণায় নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। এ পদ্ধতির মাধ্যমে সাধারণত অল্প সময়ে সমাজ বা সামাজিক সমস্যার গভীর সমীক্ষার মনোনিবেশ করা হয়। জীবজগতের পরিবর্তন ও সামাজিক বিবর্তনে মানুষের আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি ও মানবজাতির পার্থক্য বিবর্তনের ধারায় সামাজিক জীবনে রূপান্তর ঘটায়। গবেষণা ও আলোচনার জন্য সমাজবিজ্ঞানিগণ এ পদ্ধতির প্রয়োগ করেন। এ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংকট উত্তরণ এ বিধি আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে যে পার্থক্য ও বিরোধিতা দেখা যায় তা সমাধান করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ব্রিটিশ সামাজিক নৃবিজ্ঞানী রেডফিল্ড এবং রিভার্স সর্বপ্রথম ক্ষুদ্র সমাজ গবেষণার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে গিয়ে এ পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। তারা এ পদ্ধতির মাধ্যমে ক্ষুদ্র সমাজের গভীর সমীক্ষার জন্য দীর্ঘদিন গবেষণার ক্ষেত্রে অতিবাহিত করে গবেষণাধীন সমাজের বিশদ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করেন। তবে এ পদ্ধতির সাথে ব্রিটিশ সামাজিক নৃবিজ্ঞানী রেডক্লিফ ব্রাউন এবং ম্যালিনোস্কির (Radcliffe Brown and Malinowski) নামও বিশেষভাবে জড়িত। কেননা তারা উভয়েই নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি অবলম্বনে আন্দামান দ্বীপবাসী এবং ট্রবিয়ান্ড দ্বীপবাসীদের মধ্যে গবেষণা পরিচালনা করেন। তাদের অনুসন্ধান পরবর্তীকালে বহু সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীকে এ পদ্ধতি অবলম্বন করে সমাজ গবেষণায় অনুপ্রাণিত করে।

সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রধান কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি

সাধারণভাবে বলা যায়, যে পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষক দীর্ঘদিন গবেষণাস্থলে অবস্থান করে গবেষণাধীন সমাজ বা জনগোষ্ঠীর সম্পর্কে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করেন তাকেই নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষককে গবেষণাধীন সমাজ বা এলাকায় দীর্ঘদিন অবস্থান করতে হয়, তাদের ভাষা শিখতে হয়, এলাকার মানুষের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। মোটকথা, গবেষককে গবেষণাধীন এলাকার জনগণের জীবনধারা ও সংস্কৃতির সাথে মিশে গিয়ে গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাথে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়।

নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে গবেষক যেসব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে চান তা পূর্ব থেকেই ঠিক করে নেন এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করে নোট বইয়ে তা লিপিবদ্ধ করেন। এ পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে গবেষক প্রশ্নমালা, সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ঘটনা জরিপ পদ্ধতি কিংবা পর্যবেক্ষণ প্রভৃতিকে কৌশল হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। এছাড়া ক্যামেরা দিয়ে বিশেষ মুহূর্তের ছবি ধারণ ও রেকর্ড করে থাকেন। এভাবে তিনি বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে প্রত্যাশিত নানা ধরনের তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন।

টপিক- MCQ

গ্রামীণ আর্থসামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে কোন গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়?

বোর্ড প্রশ্ন

✓ জরিপ পদ্ধতি

খ ঐতিহাসিক পদ্ধতি

গ তুলনামূলক পদ্ধতি

ঘ পরীক্ষণ পদ্ধতি

টপিক- MCQ

গোটা জিনিসের প্রতিনিধিত্বশীল অংশকে কী বলা হয়?

বোর্ড প্রশ্ন

ক তুলনা

খ পরীক্ষণ

গ ঘটনা জরিপ

✓ নমুনা

কোন গবেষণা পদ্ধতিতে সময়, অর্থ ও শ্রম কম লাগে?

বোর্ড প্রশ্ন

ক ঐতিহাসিক

✓ নমুনা জরিপ

গ ঘটনা জরিপ

ঘ নমুনা

স্বাধীন বা নিরপেক্ষ চলক কে কি বলা হয় ?

বোর্ড প্রশ্ন

ক ফল

✓ কারণ

গ দর্শন

ঘ পর্যবেক্ষণ

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

প্রশ্ন । নমুনা জরিপ পদ্ধতি বলতে কী বোঝায় ?

উত্তর : আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় নমুনা জরিপ একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বহুল ব্যবহৃত তথ্যানুসন্ধানের পদ্ধতি। নমুনা হলো কোনো একটা জিনিসের সবদিক ও বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে প্রত্যক্ষ অংশ ও দিক হতে এমন কতকগুলো দিক নেওয়া যা থেকে প্রাপ্ত তথ্য সমগ্র গবেষণা বিষয়টির বেলায় সত্য। তাই নমুনা জরিপ পদ্ধতি কোনো একটি বিশেষ তথা সমাজের প্রয়োজনে কোনো সামাজিক সমস্যার ওপর তথ্য সংগ্রহের জন্য চালানো হয়। এর মাধ্যমে কোনো বিশেষ স্থানের জনসাধারণের জীবনযাপন প্রণালি ও কার্যের শর্ত সম্পর্কিত তথ্য জানা সহজ হয় ।

সৃজনশীল মূলক প্রশ্ন

জনাব আলমগীর হোসেন ‘DURC' নামক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। তিনি সমাজের অতীত ঘটনাবলি সম্পর্কে ধারাবাহিক গবেষণা করেন। এ ধরনের গবেষণা কাজের জন্য তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ, সাময়িকী, গবেষণা রিপোর্ট, দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে থাকেন। অন্যদিকে,, তাঁর বন্ধু সোহেল খান 'আগামীর স্বপ্ন' নামক একটি প্রতিষ্ঠানে সমাজ গবেষণায় ভিন্ন ধরনের পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে থাকেন। তাঁর পদ্ধতির ধরন হলো মাঠ পর্যায়ে প্রশ্নমালা, সাক্ষাৎকার ইত্যাদির মাধ্যমে উপাত্ত (Data) সংগ্রহ ।

ক. পদ্ধতির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?

খ. জৈবিক সাদৃশ্যের তত্ত্বটি কার? ব্যাখ্যা কর ।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব আলমগীর হোসেন ও তার বন্ধু সমাজ গবেষণায় কোন কোন পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন? ব্যাখ্যা কর ।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত গবেষণার পদ্ধতিগুলোর গুরুত্ব তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর ।

সৃজনশীল মূলক প্রশ্ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা "ইভটিজিং ও বাল্যবিবাহের প্রতি কমলগঞ্জ গ্রামের মানুষের মনোভাব" এ বিষয়ে গবেষণা করার সিদ্ধান্ত নিল। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা একটি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করে, সমস্যা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, তথ্যের শ্রেণিবিন্যাস এবং সমস্যা সমাধানের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করে গবেষণা শেষ করল ।

ক. অগাস্ট কোঁতের ত্রয়স্তর' সূত্রের প্রথম স্তরটির নাম কী?

খ. 'আসাবিয়া' কী? বুঝিয়ে দাও ।

গ. উদ্দীপকের শিক্ষার্থীরা গবেষণার ক্ষেত্রে কী ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করেছে? ব্যাখ্যা কর ।

ঘ. উদ্দীপকে শিক্ষার্থীরা গবেষণাকার্যে যে পর্যায়গুলো প্রয়োগ . করেছে তা বিশ্লেষণ কর।

THANK YOU